বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.molwa.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.molwa.gov.bd

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.molwa.gov.bd

উপদেষ্টা
জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়
জনাব ইসরাত চৌধুরী, সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়
জনাব রথীন্দ্র নাথ দত্ত, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়
১. জনাব শিরীন রুবী, যুগ্মসচিব (বাজেট ও কল্যাণ), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২. ডা. মু. আসাদুজ্জামান, উপসচিব (বাজেট), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩. জনাব শবনম মুস্তারী রিক্তা, উপসচিব (ইতিহাস সংরক্ষণ গবেষণা ও প্রকাশনা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪. জনাব আবুল বাকের মোঃ তৌহিদ, উপসচিব (গেজেট), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫. জনাব আমজাদ হোসেন, উপসচিব (প্রশাসন-২), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬. জনাব মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন, মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭. জনাব সুমন্ত ব্যানার্জি, সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮. জনাব মোঃ আবু সাঈদ রেজা, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২৩

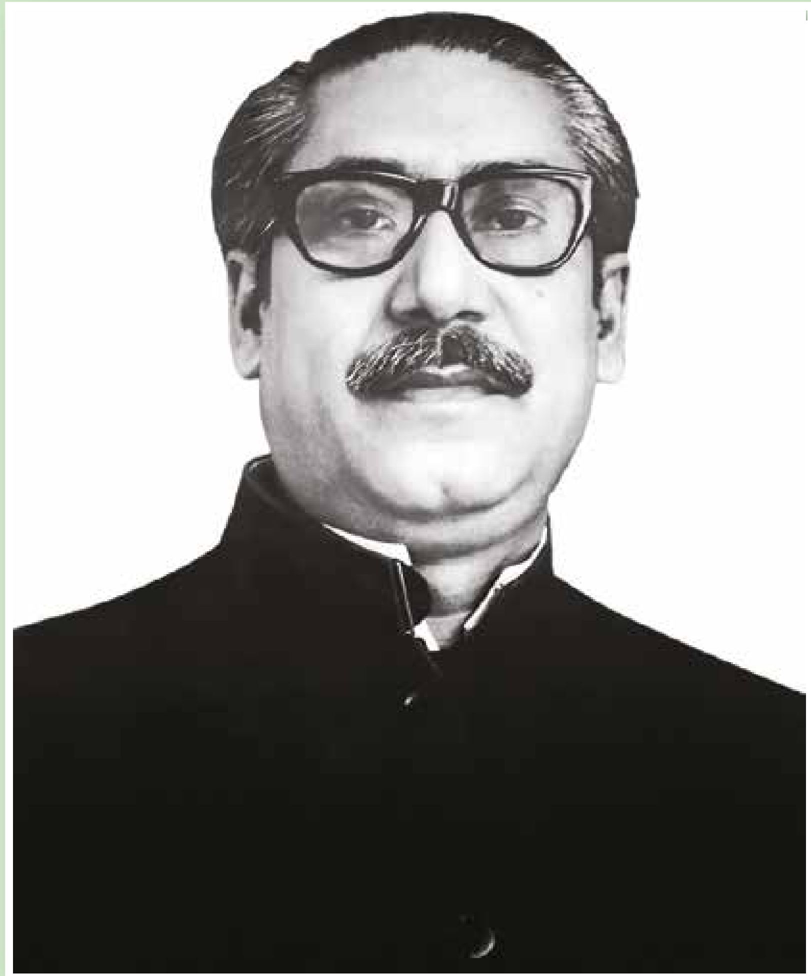

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা**

মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মহান স্বাধীনতা অর্জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 'স্বাধীনতা' আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশে থাকা এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষার নাম। বাঙালী জাতির আত্মবিকাশের পথ পরিক্রমায় এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম 'স্বাধীনতা'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের মুক্তির সংগ্রাম এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে আমরা ছিনিয়ে এনেছি একটি নতুন ভূখন্ড, একটি নতুন মানচিত্র, একটি নতুন পতাকা। পেয়েছি পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়াবার এক মহান উজ্জীবনী শক্তি। আর এ সবই আমরা পেয়েছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে।

দেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু যখন একটি গণতান্ত্রিক, আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সে মূহুর্তে স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে দেশে অসাংবিধানিক অপশাসন-দুঃশাসনের এক কালো অধ্যায়ের সূচনা হয়। সে কালো অধ্যায় হতে দেশকে মুক্ত এবং বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য বঙ্গবন্ধুর রক্ত ও আদর্শের উত্তরাধিকার, বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ ও চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সম্মানি ভাতা ও উৎসব ভাতা প্রদান, আবাসন নির্মাণ, চিকিৎসা, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তৃণমূল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সকল প্রকার কল্যাণ নিশ্চিন্তে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সদা সচেষ্ট। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও সাফল্য নিয়ে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে তার পূর্ণ প্রতিফলন হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পাদিত সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ নিয়ে প্রকাশিত "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩" প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এম.পি)

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে পরিচালনা করা হচ্ছে নানাবিধ কর্মসূচি। বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আগের চেয়ে গতিশীল হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে সক্ষমতা। বিভিন্ন জাতীয় দিবসের কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন, গেজেট প্রকাশ, সনদ ও প্রত্যয়ন প্রদান, MIS এর মাধ্যমে সম্মানি ভাতা প্রদান, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত নীতিমালা/বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ, ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়), মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প, বীরের কণ্ঠে বীরগাথা শীর্ষক প্রকল্প, সকল উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প। মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ যথাযথভাবে প্রদানের জন্য রয়েছে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস'।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে আবাসন প্রকল্প 'বীর নিবাস'। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে মোট ৩০,০০০ টি বীর নিবাস নির্মাণ করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে 'বীর নিবাস' হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০০০ টি বীর নিবাস নির্মাণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ২২,৫২৮টি 'বীর নিবাস' নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১,৮২,৩৫২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ডিজিটাল সনদ এবং ৯৫,২৪৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে স্মার্ট আইডি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের অংশ হিসেবে ২,৩০,৫০৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে (G2P) পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে ইএফটি মাধ্যমে সম্মানি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২৪৫৩ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে গেজেট প্রকাশ, ৩০৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট সংশোধন এবং ৯০৯ জনের গেজেট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট নিয়মিত করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পাদিত সার্বিক কর্মকান্ডের বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রম ও হালনাগাদ তথ্যাদি সকলকে অবহিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের উদ্যমী কর্মপ্রয়াসের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ইসরাত চৌধুরী
সচিব

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
পটভূমি	১৭
রূপকল্প	১৭
অভিলক্ষ্য	১৭
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)	১৮
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস)	১৯
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (জিআরএস)	২০
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)	২১
উদ্ভাবনী কার্যক্রম	৩১
তথ্য প্রাপ্তির অধিকার	৩১
সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়ন	৩২
Allocation of Business	৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	
বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩৯
বীর মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সহায়তা	৩৯
প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ সংস্কার সহায়তা	৪০
অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বিধবা স্ত্রী/সন্তানদের জন্য আবাসন "বীর নিবাস" সহায়তা	৪১
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই বিতরণ কার্যক্রম	৪১
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	৪১
বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি	৪২
বিআরডিবি এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ	৪২
ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় নতুন ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী মুক্তিযোদ্ধা সন্তান স্কলারশীপ স্কিম	৪২
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয়পত্র প্রদান ও সনদ প্রদান	৪৩
বীর মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ	৪৩
অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪৩
প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪৩
অর্থ ছাড়	৪৫
গেজেট সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪৬
ডিজিটাল সনদ ও স্মার্ট আইটি কার্ড প্রদান	৪৬
মামলা পরিচালনা এবং আইন প্রণয়ন	৪৮
মুক্তিযোদ্ধাদের এমআইএস	৪৮
সেবা সপ্তাহ উদযাপন	৪৯
War Veterans দের সম্মাননা প্রদান	৫০
প্রকল্প বাস্তবায়ন	৫৩
তৃতীয় অধ্যায়: বিভিন্ন জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন	৫৫
চতুর্থ অধ্যায়: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	৬৩
পঞ্চম অধ্যায়: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ	৭৫
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	৭৭
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)	৯৫
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	১০৯

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করছেন জেনারেল নিয়াজী

প্রথম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১. পটভূমি

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২ নং ভবনের ৩ টি কক্ষে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। মন্ত্রণালয়ের কাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সহজে সেবা প্রদানের সুবিধার্থে ২০০২ সালে বিআরটিএ ভবন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে কাজের কলেবর ব্যপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১০ অক্টোবর ২০০৬ হতে সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকাতে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অধিকতর সেবা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে নানাবিধ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ মন্ত্রণালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস), উদ্ভাবনী কার্যক্রম, সেবাপ্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সম্মানি ভাতা ও উৎসব ভাতা প্রদান, আবাসন নির্মাণ, চিকিৎসা, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণসহ মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সদা সচেষ্ট।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের অংশ হিসেবে ২,৩০,৫০৬ জন সম্মানী ভাতাভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল (জিটুপি) পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ইএফটিতে সম্মানি ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ শহিদ অফিসার এবং সৈনিকদের সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয় হতে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সরকারি ও বিশেষায়িত হাসপাতালে এবং ভারত সরকারের সহায়তায় ভারতে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision)

মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে সমুন্নত রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রত্যেক অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মধ্যে ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে ৪৫টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ী সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম যেমন-জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনাসমূহকে সমন্বিতভাবে এপিএ'র অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট অফিসের Allocation of Business বা কার্যতালিকাভুক্ত কর্মকান্ড বাস্তবায়নে ৭০ নম্বর এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ৩০ নম্বর রয়েছে।

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত সভা

৪.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (NIS): মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর নেতৃত্বে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক ২০২২-২৩ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রম এর আওতায় (ক) সারা বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাল সনদ ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণ, (খ) এসকল সনদ যাচাই এর জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা ও বিস্তারিত তথ্য সংবলিত একটি APPS চালু করা হয়েছে। চালুকৃত APPS টি ব্যবহারের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য যাচাই করা সহজতর হয়েছে এবং সেবা প্রদান কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং (গ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম পরিকল্পনার সূচক ১.২ এর আওতাভুক্ত নির্ধারিত কাজের বাইরে নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত ৪টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়-

শুদ্ধাচার বিষয়ক অংশীজন সভা

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

(ক) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি অবহিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও চিকিৎসকদের সমন্বয়ে জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে **১২টি** অবহিতকরণ সভা করা হয়, যার মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে;

(খ) নৈতিকতা কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা (১) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল ও (২) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রদেয় নির্দেশনা এ দু'টি সংস্থার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং সংস্থা দু'টির কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে;

(গ) মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম স্থাপন করা হয়েছে;

(ঘ) এ মন্ত্রণালয়ের অকেজো মালামাল বাংলাদেশ কল্যাণ ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তর (যা মেরামতের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করা হয়) করা হয়; যা কর্ম পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এছাড়াও, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এর আওতাভুক্ত সকল সূচকের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

৪.২ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (জিআরএস)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার একজন অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) এবং একজন আপিল কমকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অনিক প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের সত্যতা যাচাই-বাছাইপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেন।

৪.৩ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্ট চার্টার)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি:

নাগরিক সেবা:

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
১.	ডিজিটাল সনদ ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণ	ডিজিটাল সনদ ও স্মার্ট আইডি কার্ড সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর মাধ্যমে বিতরণ।	১. কোন আবেদনের প্রয়োজন নেই। ২.বীর মুক্তিযোদ্ধারা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট থেকে ডিজিটাল সনদ ও স্মার্ট আইডি কার্ড সংগ্রহ করবেন।	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	মোহাম্মদ আ**ফরাজুর রহমান** উপসচিব (সনদ) ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৮২২৭ **dscertificate@molwa.gov.bd**
২.	লাল মুক্তিবার্তা ও ভারতীয় তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম গেজেটে অন্তর্ভূক্তিকরণ।	(১) গেজেট প্রকাশ ও (২) মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড। (www.molwa.gov.bd	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন ২. লালমুক্তিবার্তা/ভারতীয় তালিকার ফটোকপি । ৩.জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা NID-র ফটোকপি (আবশ্যক) ৪. MIS ও সমন্বিত তালিকার কপি ৫. মৃত মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রেঃ ক. বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু সনদপত্র খ. বর্তমান ওয়ারিশ সনদপত্রের ফটোকপি । গ. ওয়ারিশগণ প্রদত্ত ৩০০/- টাকার স্ট্যাম্পে ক্ষমতাপত্রের মূল কপি। ঘ. আবেদনকারীর NID ❖ আবেদন ফর্ম প্রাপ্তিস্থানঃ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.molwa.gov.bd) ❖ আবেদন জমা দেয়ার স্থানঃ * ই-ফাইলিং-এর নাগরিক কর্ণারের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে বা * কক্ষ নং-৭১১, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা এ জমা দেয়া যাবে।	বিনামূল্যে	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদনের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) কর্ম দিবস	জনাব আবুল বাকের মোঃ তৌহিদ উপসচিব (গেজেট) ফোন: +৮৮-০২-২২৩৩৮৬৫৭২ dsgazzet@molwa.gov.bd
৩.	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্তে গেজেট প্রকাশ ও বাতিলকরণ	১) গেজেট প্রকাশ ও (২) মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড। (www.molwa.gov.bd	১. জামুকার বোর্ড সভার সুপারিশ থাকতে হবে। ২. জামুকা থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ বাস্তবায়নপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্তি সাপেক্ষে।	বিনামূল্যে	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদনের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) কর্ম দিবস	জনাব আবুল বাকের মোঃ তৌহিদ উপসচিব (গেজেট) ফোন: +৮৮-০২-২২৩৩৮৬৫৭২ dsgazzet@molwa.gov.bd
৪.	বিদ্যমান গেজেট সংশোধন	(১) সংশোধিত গেজেট প্রকাশ (২) মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড। www.molwa.gov.bd	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন ২. লালমুক্তিবার্তা/ভারতীয় তালিকা/গেজেটের ফটোকপি । ৩.জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা NID-র ফটোকপি (আবশ্যক) ৪. MIS ও সমন্বিত তালিকার কপি ৫. মৃত মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রেঃ ক. বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু সনদপত্র খ. বর্তমান ওয়ারিশ সনদপত্রের ফটোকপি । গ. ওয়ারিশগণ প্রদত্ত ৩০০/- টাকার স্ট্যাম্পে ক্ষমতাপত্রের মূল কপি। ঘ. আবেদনকারীর NID আবেদন ফর্ম প্রাপ্তিস্থানঃ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.molwa.gov.bd) আবেদন জমা দেয়ার স্থানঃ * ই-ফাইলিং-এর নাগরিক কর্ণারের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে বা * কক্ষ নং-৭১১, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা এ জমা দেয়া যাবে।	বিনামূল্যে	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদনের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) কর্ম দিবস	জনাব আবুল বাকের মোঃ তৌহিদ উপসচিব (গেজেট) ফোন: +৮৮-০২-২২৩৩৮৬৫৭২ dsgazzet@molwa.gov.bd

৫.	নারী (বীরাঙ্গনা) বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেটভুক্তকরণ	(১) গেজেট প্রকাশ ও (২) মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড। (www.molwa.gov.bd)	১. সাদা কাগজে আবেদন ২. জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা NID-র ফটোকপি (আবশ্যক) ৩। ক. বর্তমান ওয়ারিশ সনদপত্রের ফটোকপি মূল কপি। খ. ওয়ারিশগণ প্রদত্ত ৩০০/- টাকার স্ট্যাম্পে ক্ষমতাপত্রের মূল কপি। গ. আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র। ৪. উপজেলায় তদন্তের জন্য প্রেরণ ৫. উপজেলা থেকে প্রাপ্ত তদন্ত জামুকায় প্রেরণ ৬. জামুকা যাচাই বাছাই করে বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে সুপারিশ/সিদ্ধান্ত প্রদান। ৭. সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য জামুকা থেকে প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে গেজেট প্রকাশ করা হয়।	বিনামূল্যে	জামুকার বাস্তবায়ন পত্র প্রাপ্তির পর ১৫ (পনেরো)কর্ম দিবস	জনাব আবুল বাকের মোঃ তৌহিদ উপসচিব (গেজেট) ফোন: +৮৮-০২-২২৩৩৮৬৫৭২ dsgazzet@molwa.gov.bd
৬.	অনলাইনে প্রকাশিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদ্যমান তথ্য সংশোধন	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে (www.molwa.gov.bd) ২.মোবাইলে এসএমএম-প্রেরণেরমাধ্যমে (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)। ৩. ই-ফাইলিং-এ পত্র জারীর মাধ্যমে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	১.নির্ধারিত ফরমে বা সাদা কাগজে আবেদনবা MyGov প্লাট ফর্মের মাধ্যমে আবেদন। ২.আবেদনে লালমুক্তি বার্তা/ভারতীয় তালিকা/ গেজেট/অন্যান্য প্রমাণকের ফটোকপি বা তথ্য। ❖ আবেদন ফর্ম প্রাপ্তিস্থানঃ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটঃ [www.molwa.gov.bd] ❖ আবেদন জমা দেয়ার স্থান: ❖ ই-ফাইলিং নাগরিক কর্নারের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে বা ❖ কক্ষ নং-৭১১, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা জমা দেয়া যাবে।	বিনামূল্যে	৪ (চার) কর্মদিবস	জনাব ডা. মু. আসাদুজ্জামান উপসচিব (আইসিটি) dsict@molwa.gov.bd ফোনঃ+৮৮-০২-২২৩৩৮০১৩৩ ও সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি সেল) ফোনঃ+৮৮-০২-৯৫৭৭৩১১ sa@molwa.gov.bd
৭.	অনলাইনে বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট ও অন্যান্যপ্রমাণকএর তথ্য নিয়মিত আপলোডের মাধ্যমে প্রকাশকরণ/ অবহিতকরণ	১.মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।www.molwa.gov.bd ২.মোবাইলেএসএমএম-প্রেরণেরমাধ্যমে (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)।	১.নির্ধারিত ফরমে বা সাদা কাগজে আবেদনবা MyGov প্লাট ফর্মের মাধ্যমে আবেদন। ❖ আবেদন ফর্ম প্রাপ্তিস্থানঃ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটঃ [www.molwa.gov.bd] ❖ আবেদন জমা দেয়ার স্থান: ❖ ই-ফাইলিং-এ নাগরিক কর্ণারের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে বা ❖ কক্ষ নং-৭১১, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা জমা দেয়া যাবে।	বিনামূল্যে	৪ (চার) কর্মদিবস	জনাব ডা. মু. আসাদুজ্জামান উপসচিব (আইসিটি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) dsict@molwa.gov.bd ফোনঃ+৮৮-০২-২২৩৩৮০১৩৩ ও সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি সেল) ফোনঃ+৮৮-০২-৯৫৭৭৩১১ sa@molwa.gov.bd
৮.	বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সম্মানি ভাতা প্রদান	১.বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত MIS এর ভিত্তিতে G2P পদ্ধতিতে সরাসরি বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের হিসাব নম্বরে প্রদেয়। (মোবাইলে এস এম এস-প্রেরণের মাধ্যমে, ই-মেইলের মাধ্যমে অবহিত করা হয়)	১. বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা মঞ্জুরির নির্ধারিত আবেদন পত্র। ২.মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) রক্ষিত প্রমাণকের যেকোন একটি প্রমাণকের (লালমুক্তিবার্তা/ভারতীয় তালিকা ও গেজেটসূমহ) অনলাইন ফটোকপি । ৩.মুক্তিযোদ্ধার জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ❖ মৃতবীর মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে:- ১. মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্ম সনদ; ২. মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু সনদ; ৩. সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/পৌরসভা মেয়র/ওয়ার্ড কাউন্সিলর (সিটি কর্পোরশনের ক্ষেত্রে) কর্তৃক ইস্যুকৃত বর্তমান ওয়ারিশ সনদ পত্রের মূলকপি। ৪.“বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ, ২০২০” এর ৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী ওয়ারিশানে বর্ণিতসুবিধা ভোগকারী/সুবিধা ভোগকারীগণের প্রত্যেকেরজাতীয়পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য। ❖ **প্রাপ্তিস্থান** ১.মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট [www.molwa.gov.bd](ফরম ->মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল ফরম->মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার জন্য আবেদনপত্র) ২. সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (মহানগরের ক্ষেত্রে)। ❖ **আবেদন জমা দেওয়ার স্থানঃ-** ১. সরাসরি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের/ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেয়া যাবে। ২.সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের/ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (মহানগরের ক্ষেত্রে) বরাবরই-ফাইলিং নাগরিক কর্ণারের মাধ্যমে/My Gov App এর মাধ্যমেঅনলাইনে আবেদন করা যাবে।	বিনামূল্যে	৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস	জনাব ডা. মু. আসাদুজ্জামান উপসচিব (বাজেট) ফোন: +০২-২২৩৩৮০১৩৩ dsbudget@molwa.gov.bd

৯.	কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও পত্রপ্রেরণ	১) ডকেট নম্বর প্রদানের মাধ্যমে; ২) অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ট্রাকিং নম্বর প্রদানের মাধ্যমে	নির্ধারিত ফরমে অথবা সাদা কাগজে # আবেদন জমা দেয়ার স্থান: # ই-ফাইলিং-এ নাগরিক কর্ণারের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৬ষ্ঠ তলার প্রবেশ পথে ফন্ড ডেস্কে জমা দেয়া যাবে।	বিনামূল্যে	০১ (এক) দিন	**জনাব মোঃ আমিনুর রহমান** **সহকারীসচিব** **ফোন: +৮৮-০২২২৩৩৮৬৬৪২** **মেইল:** **info.molwa@yahoo.com**
১০	তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রদান	১। সরকারি পত্র জারির মাধ্যমে ২। ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে	১. তথ্য অধিকার বিধিমালার নির্ধারিত ফরমে আবেদন; ২. যে তথ্য চাওয়া হচ্ছে তা সুনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ।	তথ্য কমিশনের নির্ধারিত মূল্যে	২০ (বিশ) কর্মদিবস	শবনম মুস্তারী রিক্তা উপসচিব ইতিহাস সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা টেলিফোনঃ ০২-২২৩৩৫৮৪৪২ মোবাইল: ০১৭২০-৯৫৬৬৬৭ ই-মেইল: dshis@molwa.gov.bd
১১	বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই সরবরাহ।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবেদনের প্রেক্ষিতে নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমেদনক্রমে সরকারি পত্র জারি।	১. স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্যাডে সচিব মহোদয় বরাবর আবেদন; ২. সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সচিব মহোদয় বরাবর আবেদন; ৩. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আবেদনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসকের সুপারিশ; ৪. মাইগভের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসকের সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে। **আবেদন জমাদানের স্থানঃ** কক্ষ নং-৭১১ (৭ম তলা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	শবনম মুস্তারী রিক্তা উপসচিব ইতিহাস সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা টেলিফোনঃ ০২-২২৩৩৫৮৪৪২ মোবাইল: ০১৭২০-৯৫৬৬৬৭ ই-মেইল: dshis@molwa.gov.bd
১২	"ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী মুক্তিযোদ্ধা সন্তান স্কলারশীপস্কিম"এর আওতায় উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ১০০০ জন এবং স্নাতক পর্যায়ে ১০০০ জনছাত্র/ ছাত্রীকেবৃত্তি প্রদান।	ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন কর্তৃক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংক হিসাব নম্বরে সরাসরি বৃত্তির টাকা প্রেরণ।	১। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নির্ধারত ফর্মে আবেদন করতে হবে। ২। আবেদনফরম ও প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.molwa.gov.bd) থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ৩।**আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবেঃ** (ক) আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবের স্টেটমেন্ট যা Bank Routing Numberসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত। (খ)ছাত্র/ছাত্রীর সম্প্রতি তোলা এককপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি। (গ) ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকের মাসিক পারিবারিক আয়ের সনদপত্র। যা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভারমেযর/সিটিকর্পোরেশনর কমিশনার/ ইউএনও /প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত। (ঘ) বীরমুক্তিযোদ্ধা প্রমাণক হিসাবে সমন্বিত তালিকার সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা। (ঙ)বীরমুক্তিযোদ্ধার প্রমাণক হিসাবে গেজেট/লালমুক্তিবার্তা/ভারতীয়তালিকার (www.ff.molwa.gov.bd তেসংরক্ষিত) সংশ্লিষ্ট কপি। (চ)SSC/সমমানএবংHSC/সমমান এর সার্টিফিকেট এবং মার্কশীটের সত্যায়িত ফটোকপি। (ছ)ছাত্রছাত্রীদের জাতীয়পরিচয়পত্র (NID)/জন্মসনদ (Birth Certificate) এর সত্যায়িত ফটোকপি। (জ) পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) এর সত্যায়িত ফটোকপি। (ঝ) মাতার জাতীয়পরিচয়পত্র (NID) এর সত্যায়িত ফটোকপি। (ঞ) আবেদন ফর্মের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা (Appendix C) পুরণপূর্বক দাখিল করতে হবে যা সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ /প্রতিষ্ঠানের প্রধান/বিভাগীয় প্রধানকৃর্তক স্বাক্ষরিত। ৪। আবেদনপত্র সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহন পুলভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০ বরাবর ডাকযোগে অথবা সরাসরি জমা দেয়া যাবে। খামের উপর "নতুন ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী মুক্তিযোদ্ধা সন্তান স্কলাইশীপস্কিম" লিখতে হবে।	বিনামূল্যে	আগস্ট-ডিসেম্বর	জনাব মো: জাহাঙ্গীর হোসেন উপসচিব (প্রশিক্ষণ) ফোন-০২২২৩৩৮৮২০১।

প্রাতিষ্ঠানিক সেবাঃ

(ক) আইসিটি সেল:

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
০১।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক অর্জিত প্রতিবেদন ওয়েব পোর্টালে প্রকাশকরণ।	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে [www.molwa.gov.bd]	মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা ও অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার প্রতিবেদন প্রাপ্তিস্থান: মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে [www.molwa.gov.bd]	বিনামূল্যে	প্রতি ৩ মাস অন্তর (অক্টোবর, জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই)	জনাব ডা. মু. আসাদুজ্জামান উপসচিব (আইসিটি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) dsict@molwa.gov.bd ফোনঃ+৮৮-০২-২২৩৩৮০১৩৩ ও সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি সেল) ফোনঃ+৮৮-০২-৯৫৭৭৩১১ sa@molwa.gov.bd
০২।	মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধীনস্ত দপ্তরের তথ্যাদি ওয়েব পোর্টালে প্রকাশকরণ।	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে [www.molwa.gov.bd]	মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা ও অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার প্রেরিত পত্র/প্রতিবেদন প্রাপ্তিস্থান: মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে [www.molwa.gov.bd]	বিনামূল্যে	ডকুমেন্ট / তথ্য প্রাপ্তির ০১(এক) দিনের মধ্যে।	

(খ) আইন অধিশাখাঃ

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
০৩।	রিট পিটিশনসহ অন্যান্য মামলা সংক্রান্ত তথ্য অবহিতকরণ।	(১)সরাসরিপত্রজারিমাধ্যমে (২) ওয়েব সাইটে প্রকাশের মাধ্যমে [www.molwa.gov.bd	মামলা সংক্রান্ত তথ্যের অনুরোধ পত্র (মামলার নম্বর, পক্ষদ্বয়ের নাম ও যে তথ্য চাওয়া হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে) পত্র গ্রহণের স্থান: কক্ষ নম্বর-৭০৮, মুবিম, ৭ম তলা,পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।	বিনামূল্যে	২০ (বিশ) কর্মদিবস	উপসচিব টেলিফোনঃ ০২-২২৩৩৫৮৪৪২ ই-মেইল: info.molwa@yahoo.com

(গ)বাজেট অধিশাখাঃ

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
০৪।	বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা বরাদ্দ প্রদান	১. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত MIS এর ভিত্তিতে G2P পদ্ধতিতে। ২. সরকারি আদেশ জারি ও ওয়েব সাইটে প্রকাশের মাধ্যমে । [www.molwa.gov.bd]	"বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ, ২০২০" এর ৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলা/জেলা (মহানগরের ক্ষেত্রে) মুক্তিযোদ্ধা আবেদন যাচাই-বাছাই কমিটির কার্যবিবরণীসহ সুপারিশকৃত সংখ্যার অনুকূলে। পত্র গ্রহণের স্থান: কক্ষ নং-৭০৭, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।,	বিনামূল্যে	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির পর০৭ (সাত) কর্মদিবস	জনাব ডা. মু. আসাদুজ্জামান উপসচিব (বাজেট) ফোন: +০২-২২৩৩৮০১৩৩ dsbudget@molwa.gov.bd
০৫।	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, সশস্ত্র শহীদ/শহীদ পরিবারে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ও চিকিৎসার বরাদ্দ প্রদান এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা প্রদান	সরকারি আদেশ জারি ও ওয়েব সাইটে প্রকাশের মাধ্যমে । [www.molwa.gov.bd]	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সংখ্যানুসারে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের চাহিদাপত্র। পত্র গ্রহণের স্থান: কক্ষ নং-৭০৭, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।,	বিনামূল্যে	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির পর০৭ (সাত) কর্মদিবস	
০৬।	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারে রেশন প্রদান	সরকারি আদেশ জারি ও ওয়েব সাইটে প্রকাশের মাধ্যমে । [www.molwa.gov.bd]	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সংখ্যানুসরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের বরাদ্দের চাহিদাপত্র। পত্র গ্রহণের স্থান: কক্ষ নং-৭০৭, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।,	বিনামূল্যে	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির পর০৭ (সাত) কর্মদিবস (ষান্মাসিক)	

০৭।	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের অনুকূলে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণ	সরকারি আদেশ জারি ও ওয়েব সাইটে প্রকাশের মাধ্যমে । [www.molwa.gov.bd]	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের চাহিদাপত্র পত্র গ্রহণের স্থান: কক্ষ নং-৭০৭, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।,	বিনামূল্যে	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির পর০৭ (সাত) কর্মদিবস (কোয়ার্টার ভিত্তিক)	
০৮।	প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার দাফন ও সাৎকারে অনুদান প্রদান	সরকারি আদেশ জারি ও ওয়েব সাইটে প্রকাশের মাধ্যমে । [www.molwa.gov.bd]	জেলাভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যানুপাতে জেলা প্রশাসকের চাহিদাপত্র। পত্র গ্রহণের স্থান: কক্ষ নং-৭০৭, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।,	বিনামূল্যে	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির পর০৭ (সাত) কর্মদিবস(ষান্মা সিক)	
০৯।	মুক্তিযুদ্ধজাদুঘর এর বাজেট বরাদ্দ ও অর্থ ছাড়	সরকারি আদেশ জারি ও ওয়েব সাইটে প্রকাশের মাধ্যমে । [www.molwa.gov.bd]	সংস্থার চাহিদাপত্র অনুসারে। পত্র গ্রহণের স্থান: কক্ষ নং-৭০৭, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।	বিনামূল্যে	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির পর০৭ (সাত) কর্মদিবস (ষান্মাসিক)	
১০।	দপ্তর/সংস্থার অর্থ ছাড় (পরিচালন/উন্নয়ন বাজেট)	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে জি.ও জারিকরণের মাধ্যমে ও ওয়েব সাইটে প্রকাশের মাধ্যমে । [www.molwa.gov.bd]	১.দপ্তর /সংস্থার চাহিদাপত্র ২.বিভাজন বিবরণী পত্র গ্রহণের স্থান: কক্ষ নং-৭০৭, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।,	বিনামূল্যে	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির পর ০৭ (সাত) কর্মদিবস	

(ঘ) পরিকল্পনাশাখাঃ

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
১১।	নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা হতে 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব' প্রাপ্তির পর অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	ডিপিপি/টিএপিপি/সমীক্ষা প্রকল্প। প্রাপ্তিস্থান: মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা।	বিনামূল্যে	প্রকল্প দলিল সঠিকভাবে প্রণয়ন সাপেক্ষে ৬০ (ষাট) কর্মদিবস	(মোঃ গোলাম সারওয়ার খান পাঠান) সহকারী সচিব ফোনঃ +৮৮-০২৯৫১১১৮৮ gskp11437@gmail.com
১২।	নতুন অনুমোদিত/সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন	সরকারি আদেশ জারি ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ। [www.molwa.gov.bd]	পরিকল্পনা কমিশন/একনেক এর অনুমোদন আদেশ অথবা সরাসরি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন পত্র ।	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্মদিবস	
১৩।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য	১. প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান। ২. ওয়েবসাইটে প্রকাশ। [www.molwa.gov.bd]	জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তালিকা যাচাই সাপেক্ষে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবস	

(ঙ)প্রশাসন অধিশাখাঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
১৪।	অত্র মন্ত্রণালয়ের মেরামত অযোগ্য গাড়িকে অকেজো ঘোষণা	১. সরকারি পত্রজারি ও ২. মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট: www.molwa.gov.bd	১. দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব; ২. বিআরটিএ-এর প্রয়োজনীয়প্র ত্যয়ন; ৩. দপ্তর/সংস্থার জরিপ প্রতিবেদন। জমা দেয়ার স্থান: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৬ষ্ঠ তলার প্রবেশপথ (ফন্ডডেক্স)।	বিনামূল্যে	২১ (একুশ) কর্মদিবস	**জনাব মোঃ আমিনুর রহমান** **সহকারী সচিব** **ফোন: +৮৮-০২২২৩৩৮৬৬৪২** **মেইল:** info.molwa@yahoo.com

১৫।	অত্র মন্ত্রণালয়ের নতুন গাড়ি ক্রয়ের অনুমতি প্রদান ও অর্থ বরাদ্দ প্রদান	১. সরকারিপত্র জারি ও ২. মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট: www.molwa.gov.bd	১. দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব; ২. পুরাতন গাড়ি অকেজো ঘোষণা কমিটির সুপারিশ; ৩. পুরাতন গাড়ি বিক্রয়লব্ধ অর্থজমা প্রদানের চালান।	বিনামূল্যে	২১ (একুশ) কর্মদিবস	**জনাব দেবাশীষ নাগ** **যুগ্মসচিব** **ফোন: +৮৮-০২২২৩৩৫৮৬৪৮** **মেইল:** dsadmin1@molwa.gov.bd
১৬।	দপ্তর/সংস্থার নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ	১. সরকারি পত্রজারি ও ২. মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট: www.molwa.gov.bd	১. নির্ধারিত ফরমে (সতেরকলামে) দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব; ২. প্রস্তাবের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র; ক. দপ্তর/সংস্থার অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো; খ. নতুন পদ সৃজনে অতিরিক্ত আর্থিক সংশ্লেষের পরিমাণ; গ. প্রস্তাবিত পদগুলোর কাজ; ঘ. দপ্তর/সংস্থার নিয়োগ বিধিমালা	বিনামূল্যে	২১ (একুশ) কর্মদিবস	**জনাব দেবাশীষ নাগ** **যুগ্মসচিব** **ফোন: +৮৮-০২২২৩৩৫৮৬৪৮** **মেইল:** dsadmin1@molwa.gov.bd

(চ) প্রত্যয়ন শাখাঃ

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
১৭।	মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যয়ন (চাকুরীতে নিয়োগ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি/ টিউশন ফি মওকুফ প্রভৃতি ক্ষেত্রে)	১. সরকারি পত্র জারি ২.মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে [www.molwa.gov.bd]	১. নির্ধারিত ছকে তথ্যাবলী ২.লালমুক্তিবার্তা/ভারতীয় তালিকা/গেজেট সংক্রান্ত তথ্য ৩. বীর মুক্তিযোদ্ধার সমন্বিত তালিকার তথ্য। ৪. মুক্তিযোদ্ধার জন্ম সনদ/এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার সনদের ফটোকপি/জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি। ❖ ফরম প্রাপ্তিস্থান: মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট [www.molwa.gov.bd] জমা দেয়ার স্থান:কক্ষ নং-৭১১, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	মোহাম্মদ আ**ফরাজুর রহমান** উপসচিব (সনদ) ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৮২২৭ **dscertificate@molwa.gov.bd**

(ছ) উন্নয়ন শাখাঃ

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
১৮।	মুক্তিযোদ্ধাদের প্লট/ফ্লাট সংক্রান্ত প্রত্যয়ন	১. সরকারি পত্রজারি; ২.মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.molwa.gov.bd-এর মাধ্যমে; ৩. ইমেইল- এর মাধ্যমে।	১. নির্ধারিত ছকে তথ্যাবলী; ২. লালমুক্তিবার্তা/ ভারতীয় তালিকা/গেজেট সংক্রান্ত তথ্য; ৩. বীর মুক্তিযোদ্ধার সমন্বিত তালিকার তথ্য। ৪. আবেদনে বর্ণিত তথ্যের সমর্থনে প্রমানকসমূহ (প্রয়োজ্যক্ষেত্রে); ৫. মুক্তিযোদ্ধার জন্মসনদ/ এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার সনদের ফটোকপি/ জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি। ৬. আনুসাঙ্গিক অন্যান্য কাগজপত্র। # জমা দেয়ার স্থান: কক্ষ নং ৭১২, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৭ম তলা।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	মো: সাহেব উদ্দিন সহকারী সচিব টেলিফোন-২২৩৩৫৫৪৬৬ asdev@molwa.gov.bd

(জ) হিসাব ও নিরীক্ষা শাখাঃ

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
১৯।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	ক. অডিট সমূহের ব্রডসিট জবাব প্রাপ্তির পর তা যাচাই করত: নিরীক্ষা সুপারিশক্রমে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে অবহিতকরণ; খ. অডিট অধিদপ্তর হতে প্রাপ্তনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তিসর্মহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে অবহিতকরণ; গ. অডিট অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে পুন:জবাব প্রেরণের জন্য অবহিতকরণ ঘ. পুন: জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যেত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা।	অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রদেয় জবাবের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি।	বিনামূল্যে	১৫(পনের)কার্যদিবসতথ্যগ্রহণেঅন্যদপ্তরজড়িতথাকলে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	সৌমিত্র কুমার পাল সহকারীসচিব ফোন: ০১৫৫৩৬৪৭২৯৯ showmitrapaul@yahoo.com
২০।	পেনশন প্রদানের সুবিধার্থে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরনা-দাবি প্রত্যয়ন প্রদান	ক. এতদ সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদন বা প্রস্তাব পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রত্যয়ন প্রদান	উক্ত বিষয়ে আবেদন বা প্রস্তাব	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস। তথ্যগ্রহণেঅন্যদপ্তরজড়িত হলে ১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	সৌমিত্র কুমার পাল সহকারীসচিব ফোন: ০১৫৫৩৬৪৭২৯৯ showmitrapaul@yahoo.com

(ঝ) লাইব্রেরী শাখা

ক্রমিকনম্বর	সেবারনাম	সেবাপ্রদানপদ্ধতি	প্রয়োজনীয়কাগজপত্রএবংপ্রাপ্তিস্থান	সেবারমূল্যএবংপরিশোধপদ্ধতি	সেবাপ্রদানেরসময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোননম্বর ও ই-মেইল)
২১।	বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই সরবরাহ।	প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবেদনের প্রেক্ষিতে নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমেদনক্রমে সরকারি পত্র জারি।	১. স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্যাডে সচিব মহোদয় বরাবর আবেদন; ২. সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সচিব মহোদয় বরাবর আবেদন; ৩. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আবেদনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসকের সুপারিশ; ৪. মাইগভের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসকের সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে। **আবেদন জমাদানের স্থানঃ** কক্ষ নং-৭১১ (৭ম তলা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	শবনম মুস্তারী রিক্তা উপসচিব ইতিহাস সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা টেলিফোনঃ ০২-২২৩৩৫৮৪৪২ মোবাইল: ০১৭২০-৯৫৬৬৬৭ ই-মেইল: dshis@molwa.gov.bd

২.৩. অভ্যন্তরীণ সেবাঃ

(ক) প্রশাসন-১ অধিশাখাঃ

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
১	সকলছুটি, অগ্রিমমঞ্জুরী, প্রাধিকার, নিয়োগ, পদোন্নতি, টেলিফোন, পিআরএল ও ভাতা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি	সরকারি আদেশ জারি ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে [www.molwa.gov.bd]		বিনামূল্যে	০৫(পাঁচ) কর্মদিবস	**জনাব দেবাশীষ নাগ যুগ্মসচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৮৬৪৮ মেইল:** dsadmin1@molwa.gov.bd
২	**পি আর এল ও লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুরী আদেশ জারীকরণ**	সরকারি আদেশ জারি ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে [www.molwa.gov.bd]	১.আবেদনকারী কর্তৃকসাদাকাগজেআবেদন। ২.নিয়োগপত্র ৩.নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৩৯৫) চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন	বিনামূল্যে	**০৭ (সাত) কর্মদিবস**	**জনাব দেবাশীষ নাগ যুগ্মসচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৮৬৪৮ মেইল:** dsadmin1@molwa.gov.bd
৩	আনুতোষিক ও পেনশন মঞ্জুরিজ্ঞাপন।	মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে (www.molwa.gov.bd) তেসকল তথ্য পাওয়া যাবে।		বিনামূল্যে	১০(দশ) কর্মদিবস	**জনাব দেবাশীষ নাগ যুগ্মসচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৮৬৪৮ মেইল:** dsadmin1@molwa.gov.bd

(খ) আইন অধিশাখাঃ

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
৪.	রিট পিটিশনসহ অন্যান্য মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	**১. ই-নথির মাধ্যমে ; ২. ইউ ও নোটের মাধ্যমে**	মামলা সংক্রান্ত তথ্যের অনুরোধ পত্র (মামলার নম্বর-, পক্ষদ্বয়ের নাম, যে তথ্য চাওয়া হচ্ছে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)। পত্র জমা প্রদানের স্থান: ১। কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ শাখা, কক্ষ নম্বর-৭১১, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২। আইনশাখা, কক্ষ নম্বর-৭০৮, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিনামূল্যে	তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে ০৭ (সাত) কর্মদিবস	শবনম মুস্তারী রিক্তা উপসচিব টেলিফোনঃ ০২-২২৩৩৫৮৪৪২ ই-মেইল: dslaw@molwa.gov.bd
৫.	রিট পিটিশনসহ অন্যান্য মামলার জবাব প্রেরণ	**১. ই-নথির মাধ্যমে ; ২. ইউ ও নোটের মাধ্যমে**	রিট পিটিশনসহ অন্যান্য মামলার দফাওয়ারি জবাব ও এতদসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রদান পত্র গ্রহণের স্থান: স্থান: ১। কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ শাখা, কক্ষ নম্বর-৭১১, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২। আইন অধিশাখা, কক্ষ নম্বর-৭০৮, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিনামূল্যে	স্বায়ং সম্পূর্ণ জবাব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ০৭ (সাত) কর্মদিবস	

৬.	সরকারের পক্ষে আপীল দায়েরের কার্যক্রম গ্রহণ	আপীল দায়েরের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রদানের মাধমে	আপীল দায়েরের অনুরোধ পত্র। পত্রের সাথে আর্জি ও রায়ের সার্টিফাইড কপি, আপীলের মেমো ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রদান পত্র গ্রহণের স্থান: স্থান: ১। কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ শাখা, কক্ষ নম্বর-৭১১, মুবিম ২। আইন অধিশাখা, কক্ষ নম্বর-৭০৮, মুবিম।	বিনামূল্যে	স্বায়ং সম্পূর্ণ আপীলের মেমো ও কাগজপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ০৭ (সাত) কর্মদিবস	

গ) আইসিটিসেলঃ

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
৭.	আইসিটি পলিসি বাস্তবায়ন	মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে [www.molwa.gov.bd]	জারীকৃত আইসিটি পলিসি প্রাপ্তিস্থান: মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট [www.molwa.gov.bd]	বিনামূল্যে	বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি পলিসিতে বর্ণিত নির্ধারিত সময়সীমা।	উপসচিব (আইসিটি) dsict@molwa.gov.bd ফোনঃ+৮৮-০২-২২৩৩৮০১৩৩ ও সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি সেল) ফোনঃ+৮৮-০২-৯৫৭৭৩১১ sa@molwa.gov.bd
৮.	আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সরকারী আদেশ প্রাপ্তিস্থান:উপসচিব (প্রশিক্ষণ), কক্ষ নং-৭০৮, ৭ম তলা, পরিবহনপুল ভবন।	বিনামূল্যে	প্রশিক্ষণ মডিউলে উল্লিখিত সময়সীমা।	

(ঘ) গেজেটশাখাঃ

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
০৯.	**আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন ও অবহিতকরণ**	**১. ই-নথির মাধ্যমে তথ্য প্রেরণের মাধ্যমে বা ২..ইউ ও নোটের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণের মাধ্যমে**	**আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমের প্রমাণক**	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	জনাব আবুল বাকের মোঃ তৌহিদ উপসচিব (গেজেট) ফোন: +৮৮-০২-২২৩৩৮৬৫৭২ dsgazzet@molwa.gov.bd

(ঙ) সনদশাখাঃ

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
১০.	মামলার তথ্য বিবরণী (এসএফ) প্রস্তুতকরণ ও বাদীর আবেদন নিস্পত্তিকরণ এবং প্রেরণ	১. ই-নথির মাধ্যমে তথ্য বিবরণী ও বাদীর আবেদন নিস্পত্তর তথ্য প্রেরণ। ২..ইউ ও নোটের মাধ্যমে তথ্য বিবরণী ও বাদীর আবেদন নিস্পত্তর তথ্য প্রেরণ।	১. তথ্য বিবরণীর আদর্শ ফরম্যাট; ২. মামলার আর্জি; ৩. তথ্য বিবরণীতে বর্ণিত জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। ৪. বাদীর আবেদনের কপি।	বিনামূল্যে	১০(দশ) কর্মদিবস	মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান উপসচিব (সনদ) ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৮২২৭ dssanad@molwa.gov.bd
১১.	আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন ও অবহিতকরণ	১. ই-নথির মাধ্যমে তথ্য বিবরণী ও বাদীর আবেদন নিস্পত্তর তথ্য প্রেরণ। ২..ইউ ও নোটের মাধ্যমে তথ্য বিবরণী ও বাদীর আবেদন নিস্পত্তর তথ্য প্রেরণ।	আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমের প্রমাণক	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	
১২.	আপিলের ভিত্তি (গ্রাউন্ডস) প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ	১. ই-নথির মাধ্যমে তথ্য বিবরণী ও বাদীর আবেদন নিস্পত্তর তথ্য প্রেরণ। ২..ইউ ও নোটের মাধ্যমে তথ্য বিবরণী ও বাদীর আবেদন নিস্পত্তর তথ্য প্রেরণ।	১.আপিলের ভিত্তি প্রস্তুতের আদর্শ ফরম্যাট ; ২. মামালার আর্জি ও রায়ের কপি ৩আপিলেরভিত্তি(গ্রাউন্ডস) প্রস্তুতের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	

(চ) বাজেট শাখাঃ

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
১৩.	মামলার তথ্য বিবরণী (এস এফ)প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ	১. ই-নথির মাধ্যমে তথ্য বিবরণী প্রেরণের মাধ্যমে বা ২..ইউ ও নোটের মাধ্যমে তথ্য বিবরণী প্রেরণের মাধ্যমে	১. তথ্য বিবরণীর আদর্শ ফরম্যাট; ২. মামলার আর্জি; ৩. তথ্য বিবরণীতে বর্ণিত জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।	বিনামূল্যে	১০(দশ) কর্মদিবস	জনাব ডা. মু. আসাদুজ্জামান উপসচিব (বাজেট) ফোন: +০২-২২৩৩৮০১৩৩ dsbudget@molwa.gov.bd
১৪.	আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন ও অবহিতকরণ	১. ই-নথির মাধ্যমে তথ্য প্রেরণের মাধ্যমে বা ২..ইউ ও নোটের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণের মাধ্যমে	আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমের প্রমাণক	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	
১৫.	আপিলেরভিত্তি(গ্রাউন্ডস) প্রস্তুতকরণওপ্রেরণ	১. ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণের মাধ্যমে বা ২..ইউ ও নোটের মাধ্যমে প্রেরণের মাধ্যমে	১.আপিলের ভিত্তি প্রস্তুতের আদর্শ ফরম্যাট ২. মামালার আর্জি ও রায়ের কপি ৩আপিলেরভিত্তি(গ্রাউন্ডস)প্রস্তুতের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কর্মদিবস	

৪.৪ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (এমআইএস)। প্রত্যেক মাসে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা "বীর মুক্তিযোদ্ধা তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (এমআইএস)" এর মাধ্যমে G2P পদ্ধতিতে EFT এর মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাবে প্রদান করা হয়। এমআইএস সিস্টেমে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার একটি unique নম্বর রয়েছে। এছাড়া, জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং পরবর্তীতে ওয়ারিশদের তথ্য এমআইএস সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্ভাবনী কর্ম পরিকল্পনায় বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে প্রদত্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার প্রয়োজনে অর্থ বছরের শুরুতে মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং উক্ত অর্থ হতে চিকিৎসার জন্য বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধাকে কী কী চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে বা কত টাকার সেবা প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য ম্যানুয়ালি সংরক্ষণ করা অত্যন্ত দুরূহ। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কী কী সেবা প্রদান করা হয়েছে ও কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার হালনাগাদ তথ্য না থাকায় অর্থ ব্যয়ের তথ্য যথাযথভাবে যাচাই করা কষ্টসাধ্য। এ সমস্যা থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, এমআইএস এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, পর্যবেক্ষণ/ নিরীক্ষণ এপ্লিকেশন তৈরি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধার এমআইএস প্রোফাইলের বিপরীতে প্রদানকৃত সেবার তথ্য ও ব্যয়ের হিসাব এন্ট্রি করা হবে এবং মন্ত্রণালয় থেকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া নীতিমালায় বর্ণিত সীমার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের সুযোগ থাকবে না।

৪.৫ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা এবং আপিলকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত আছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় হতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ২১ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ৯টি এবং জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ১৪০ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সরকারি আদেশ, নীতিমালা, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

৫.০ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়ন

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ০২ (দুই) টি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে :

১. স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, বিশেষত দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, বার্ধক্যকালীন ভরণ-পোষণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

২. দেশের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষা, ইতিহাস বিকৃতি রোধ এবং প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন বধ্যভূমি ও গণকবর চিহ্নিতকরণ, শহিদদের নাম-পরিচয় সংগ্রহ এবং স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে।

- উক্ত ইশতেহার অনুযায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সম্মানি ভাতা ১০,০০০/- টাকার স্থলে ২০,০০০/- টাকা, বর্তমানে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের ক্যাটাগরি ভেদে ২৭,০০০/- থেকে ৪৫,০০০/- পর্যন্ত, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ৩০,০০০/- এবং খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের পরিবার ২০,০০০/- থেকে ৩৫,০০০/- সম্মানি ভাতা পাচ্ছেন। বর্তমানে ২০০০/- টাকা হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা এবং জনপ্রতি ৫,০০০/- টাকা হারে জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে মহান বিজয় দিবস ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা বাবদ বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৭৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে বিশেষায়িত হাসপাতালে জটিল রোগের চিকিৎসা বা জরুরি অপারেশন প্রয়োজন হলে বিশেষায়িত হাসপাতাল কর্তৃক সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০/- টাকা ব্যয় করা যায়। তাছাড়া ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ সহায়তায় অসুস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে ইন্ডিয়ান আর্মড ফোর্সেস হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প (বীর নিবাস) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- দেশের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিরক্ষা, ইতিহাস বিকৃতি রোধ ও প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা ও মুক্তিযুদ্ধকালীন বধ্যভূমি ও গণকবর চিহ্নিত করা, শহিদদের নাম পরিচয় সংগ্রহ এবং স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে 'মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ (২য় সংশোধিত)', 'নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ', 'শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাগণের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়)', '১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)', 'মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্র বাহিনীর শহিদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প', 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প', 'বীরের কণ্ঠে বীরগাঁথা', 'মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্যানোরমা নির্মাণ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপনের সমীক্ষা', 'মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজ এমভি একরামকে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ জাদুঘর স্থাপনের সমীক্ষা', 'মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প', 'খেতাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসস্থল/সমাধিস্থল সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং দেশের বিভিন্নস্থানে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.০ Allocation of Business

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ২৯, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৪ মাঘ ১৪২০ বঙ্গাব্দ/২৭ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও, নং-১০-আইন/২০১৪।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা :—

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule I (Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions)-এর Serial No. 41 এবং উহার বিপরীতে উল্লিখিত শিরোনাম "MINISTRY OF LIBERATION WAR AFFAIRS" এবং তদ্সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ Serial No., শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**41. MINISTRY OF LIBERATION WAR AFFAIRS**

1. Welfare of freedom fighters through implementation of various schemes.
2. Matters relating to—
   (a) Bangladesh (freedom fighters) Welfare Trust;
   (b) Jatiyo Muktijoddha Council;
   (c) Bangladesh Muktijoddha Sangsad;
   (d) National Mausoleum Savar;
   (e) Muktijoddho Jadughor, Dhaka;

(১৩৬১)
মূল্য : টাকা ৪.০০

(f) Swadhinata Stambha Complex, Suhrawardy Udyan;

(g) Mujib Nagar Smriti Stambha Complex, Meherpur;

(h) Rayer Bazar Smrity Shoudha Complex;

(i) Mirpur Martyred Intellectuals Smrity Shoudha;

(j) Other organizations of freedom fighters;

(k) Other monuments and memorials relating to the Liberation War and the War of Independence;

(l) Other museums relating to the War of Independence;

(m) Zila and Upazila Muktijoddha Complex.

3. Matters related to the War of Independence.

4. Formulation of policies and projects for preservation of the history of the War of Independence.

5. Preparation and preservation of freedom fighters' lists, publication of gazettes, issuance of certificates and maintenance of database thereof.

6. Providing honorarium, remuneration, allowances, financial support, microcredit and ration for the freedom fighters, injured freedom fighters, gallantry award winning freedom fighters and martyred freedom fighters' families.

7. Providing grants-in-aid to freedom fighters' organizations.

8. Preservation and maintenance of historical places of the War of Independence and mass graves of freedom fighters.

9. Providing financial support for burial and cremation of expired freedom fighters.

10. Muktijuddho-related history, art, literature, research and publiction.

11. Celebration of the following National Days:

a. Independence and National Day, 26th March;

b. Historic Mujibnagar Day, 17th April;

c. Martyred Intellectuals Day, 14th December;

d. Victory Day, 16th December.

(f) Swadhinata Stambha Complex, Suhrawardy Udyan;

(g) Mujib Nagar Smriti Stambha Complex, Meherpur;

(h) Rayer Bazar Smrity Shoudha Complex;

(i) Mirpur Martyred Intellectuals Smrity Shoudha;

(j) Other organizations of freedom fighters;

(k) Other monuments and memorials relating to the Liberation War and the War of Independence;

(l) Other museums relating to the War of Independence;

(m) Zila and Upazila Muktijoddha Complex.

3. Matters related to the War of Independence.

4. Formulation of policies and projects for preservation of the history of the War of Independence.

5. Preparation and preservation of freedom fighters' lists, publication of gazettes, issuance of certificates and maintenance of database thereof.

6. Providing honorarium, remuneration, allowances, financial support, microcredit and ration for the freedom fighters, injured freedom fighters, gallantry award winning freedom fighters and martyred freedom fighters' families.

7. Providing grants-in-aid to freedom fighters' organizations.

8. Preservation and maintenance of historical places of the War of Independence and mass graves of freedom fighters.

9. Providing financial support for burial and cremation of expired freedom fighters.

10. Muktijuddho-related history, art, literature, research and publiction.

11. Celebration of the following National Days:

a. Independence and National Day, 26th March;

b. Historic Mujibnagar Day, 17th April;

c. Martyred Intellectuals Day, 14th December;

d. Victory Day, 16th December.

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

১.১. বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা:

মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং নানা কারণে যারা নিম্ন আয়ের মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান সেইসব মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ০৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ আওয়ামী লীগ সরকার প্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানি ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৫ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখ হতে "অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা কার্যক্রম' নামে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাসিক জনপ্রতি ৩০০/- (তিনশত) টাকা হারে ৪০,০০০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ভাতা প্রদানের মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে কার্যক্রমটিকে সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কার্যক্রমটির নামকরণ করা হয় 'মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা প্রদান' কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান অর্থবছরে (২০২৩-২৪) ১,৯৪,০০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা/উত্তরাধিকারীকে মাসিক জনপ্রতি ২০,০০০/- টাকা মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ১০,০০০/- টাকা হারে বৎসরে ০২ (দুই) টি উৎসব ভাতা, জনপ্রতি ২,০০০/- টাকা হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা এবং জনপ্রতি ৫,০০০/- টাকা হারে (জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য) মহান বিজয় দিবস ভাতাও প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উক্ত সম্মানি ভাতা ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা থেকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে এ কার্যক্রমের আওতায় বীর মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে Management Information System (MIS) এর মাধ্যমে Government to Person (G2P) প্রক্রিয়ায় EFT পদ্ধতিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা/উপকারভোগীর সম্মানি ভাতা সরাসরি তাঁদের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে G2P প্রক্রিয়ায় সম্মানি ভাতা প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

বর্তমানে প্রদেয় সম্মানী ভাতার বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	মাসিক সম্মানি ভাতা	২০,০০০ টাকা
২.	উৎসব ভাতা (২টি প্রতি বছর)	১০,০০০ টাকা হারে
৩.	মহান বিজয় দিবস ভাতা (শুধুমাত্র জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য)	৫,০০০ টাকা
৪.	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২,০০০ টাকা

বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ, ২০২০ অনুযায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে তাঁর পরিবারবর্গ নিম্নরূপ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হন:

- বীর মুক্তিযোদ্ধার অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী/স্বামী সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন। একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ভাতা সমহারে বিভাজ্য হবে।
- কোন স্ত্রী মারা গেলে বা তালাক প্রাপ্ত হলে তার সন্তান/সন্তানগণ মায়ের ভাতার অংশ প্রাপ্য হবেন।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা বা তাঁর স্বামী/স্ত্রীর অবর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধার পিতা ও মাতা ভাতার প্রাপ্য সম্পূর্ণ অংশ সমহারে প্রাপ্য হবেন।
- বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং পিতা-মাতা জীবিত না থাকলে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তানগণ সমহারে সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন।
- বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামী, পিতা-মাতা ও সন্তানের অবর্তমানে কেবল জীবিত সহোদর ভাই-বোন সমহারে সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন।
- বীর মুক্তিযোদ্ধার তালাক প্রাপ্ত স্বামী/স্ত্রী সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন না।
- কোনো বৈমাত্রেয় ভাই-বোন সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

১.২. বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা সহায়তা

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকারি হাট বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২' এবং এর আওতায় প্রণীত পরিপত্রের আলোকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা

হয়। উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতাল এবং জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতাল, সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে এ চিকিৎসা প্রদান করা হয়। নিম্নবর্ণিত নির্ধারিত ২৪ টি বিশেষায়িত হাসপাতালে এ সেবা প্রদান করা হয়:

(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা;
(২) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা;
(৩) শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;
(৪) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা;
(৫) জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা;
(৬) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুর্নবাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা;
(৭) জাতীয় কিডনী ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;
(৮) জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;
(৯) জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর ঢাকা;
(১০) জাতীয় বক্ষব্যধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা;
(১১) ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসাইন্স ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;
(১২) জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;
(১৩) শহিদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা;
(১৪) শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ;
(১৫) চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম;
(১৬) ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ;
(১৭) রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী;
(১৮) রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর;
(১৯) এম.এ.জি. ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট;
(২০) শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল;
(২১) ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মিরপুর-২, ঢাকা;
(২২) বারডেম জেনারেল হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা;
(২৩) শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা;
(২৪) ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, শাহবাগ, ঢাকা।

বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসার জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ সীমা ৭৫,০০০/- টাকা। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জটিল রোগের চিকিৎসা বা মুমূর্ষু রোগীর জরুরি অপারেশন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে ৭৫,০০০/- টাকার অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে বিশেষায়িত হাসপাতাল কর্তৃক বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৩,০০০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ব্যয় করা যাবে। ক্ষেত্রবিশেষে ব্যয়ের পর ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেওয়া যাবে। এ তহবিল হতে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের স্ত্রী/স্বামী বা সন্তানগণ বা অন্য কাউকে চিকিৎসা সুবিধা প্র্যদনের সুযোগ নেই।

১.৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ সংস্কার সহায়তা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত (প্রমাণ সাপেক্ষে) ও আবেদনের প্রেক্ষিতে গৃহ মেরামত বা সংস্কারের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত জীবিত অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এককালীন সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অনুদানের অর্থ সরাসরি বীর মুক্তিযোদ্ধার ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়। জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য এ সহায়তা প্রযোজ্য এবং জীবদ্দশায় একবারের অধিক এই অনুদান প্রাপ্য নন।

১.৪. অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বিধবা স্ত্রী/সন্তানদের জন্য আবাসন "বীর নিবাস" সহায়তা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিনামূল্যে "বীর নিবাস" আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার অবর্তমানে 'বীর নিবাস' কোন উত্তরাধীকার প্রাপ্য হবেন তা নীতিমালা অনুসারে কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০,০০০ টি বাসস্থান "বীর নিবাস" নির্মাণ ও বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে 'বীর নিবাস' হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

১.৫. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই বিতরণ কার্যক্রম

দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ এবং নতুন প্রজন্মের নিকট মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ তুলে ধরার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে ২০১৭ সাল থেকে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি লাইব্রেরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত বই বিতরণ করা হচ্ছে। আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন পাঠাগারে যাচাই সাপেক্ষে অনুদান হিসেবে বিনামূল্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই প্রদান করা হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বই সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৭৮টি প্রতিষ্ঠানে মোট ১৪১৫০ কপি বই বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বই বিতরণের তথ্যাদি নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো:

অর্থবছর	লাইব্রেরি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (টি)	বিতরণকৃত (কপি)
২০১৭-২০১৮	১৬১	৭,৯৩৯
২০১৮-২০১৯	৭০	২,৯৯৯
২০১৯-২০২০	৪৬	৪,২৬৫
২০২০-২০২১	৯৫	৮,৭৪৫
২০২১-২০২২	৮৭	১৩,৮৬৫
২০২২-২০২৩	৭৮	১৪,১৫০

১.৬ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় হতে 'শহিদ বুদ্ধিজীবীগণের তালিকা প্রণয়ন এবং মুক্তিসংগ্রামে তাঁদের অবদান শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। উক্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ৪০০ (চারশত) জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা 'শহিদ বুদ্ধিজীবীগণের তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি'র নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

গবেষণা সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির সভা

১.৭ বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন ও দাফন বা সৎকার

জেলা প্রশাসক / উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এভাবে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের পর দাফন/সমাহিত/সৎকার করা। বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে দাফন/সৎকারের জন্য নিজ উপজেলায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা, নিজ জেলায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৭,০০০ (সাত হাজার) টাকা, নিজ বিভাগে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৯,০০০ (নয় হাজার) টাকা এবং অন্য স্থানে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ১৪,৫০০ (চৌদ্দ হাজার পাঁচশত) টাকা সরকারি অনুদান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

১.৮ বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত বীর মুক্তিযোদ্ধার উত্তরাধিকার ছাত্র-ছাত্রীকে বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পরবর্তী দুই বৎসর অতিক্রান্তের পূর্বে এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হয়। বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে মেধা তালিকা প্রস্তুতকরণের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা, একটি ইংরেজি) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আবেদনপত্র আহবান করা হয়। মাসিক/ত্রৈমাসিক (Monthly/Quarterly) ভিত্তিতে বৃত্তির টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রতি উপজেলায় অন্তত একজনের কোটা নির্ধারিত থাকে। অবশিষ্ট বৃত্তি দেশব্যাপী মেধা তালিকা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পিএইচডি প্রত্যাশী আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতিবছর বৃত্তি প্রদান করা হয়।

বৃত্তির পরিমাণ

ক্রমিক নং	শিক্ষার ধরণ	মেয়াদকাল	প্রদত্ত বৃত্তির মাসিক হার
১	সাধারণ শিক্ষা	০৫ (পাঁচ) বছর	৩,০০০/-
২	বিশেষায়িত মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং	০৫ (পাঁচ) বছর	৩,৫০০/-
৩	পিএইচডি	০৩ (তিন) বছর	৪০,০০০/-

এছাড়াও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় মিত্র বাহিনীর নিহত ও গুরুতর আহত সদস্যদের পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র/ছাত্রী বৃত্তি" প্রদানের জন্য ১,৫০,০০০ মার্কিন ডলার প্রদান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ইতোমধ্যে ১৫,০০০ মার্কিন ডলার প্রদান করা হয়েছে।

১.৯ বিআরডিবি এর মাধ্যমে দেয় ক্ষুদ্র ঋণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদের (প্রাপ্ত বয়স্ক) দশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই ঋণের মেয়াদ দুই বছর, বিশেষ ক্ষেত্রে তিন বছর।

১.১০ ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় নতুন ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী মুক্তিযোদ্ধা সন্তান স্কলারশিপ স্কিম

প্রতিবছর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় ১০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এবং স্নাতক পর্যায়ে ১০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন ২০,০০০/- টাকা এবং স্নাতক পর্যায়ে ১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। প্রতিবছর জুলাই/আগস্ট মাসে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হয়। মেধার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন করা হয়।

১.১১ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয়পত্র প্রদান ও সনদ প্রদান

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ০৮ ধরনের নিরাপত্তাযুক্ত পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। যুদ্ধাহত, শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত ও সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপত্তাযুক্ত সনদ প্রদান করা হয়।

১.১২ বীর মুক্তিযোদ্ধা কোটা সরক্ষণ

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার শর্তে ৫% কোটা সংরক্ষিত আছে। যুদ্ধাহত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। চাকরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি-নাতনীদের জন্য ১৪ গ্রেড হতে ২০ নং গ্রেড পর্যন্ত ৩০% কোটা সংরক্ষিত রয়েছে।

১.১৩ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
৫১টি	২৬.৯০	১৩ টি	০	-	৫১ টি	২৬.৯০

১.১৪ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ৩০টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৮৯৯ জনকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১.	সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪-০৭-২০২২	২৫
০২.	ইথিকস ভেল্যুজ এন্ড প্রফেসনালিজম	২৫-০৭-২০২২	২৫
০৩.	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৯-০৮-২০২২	৩০
০৪.	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৩০-০৮-২০২২	২৭
০৫.	সিটিজেন চার্টার	০৭-০৯-২০২২	২৪
০৬.	শুদ্ধাচার ও সরকারী কাজে সুশাসন	২০-০৯-২০২২	২৫
০৭.	সাইবার বিষয়র লার্নিং সেশন	২২-০৯-২০২২	৩৬
০৮.	অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং জি আর এস সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৭-১০-২০২২	২৩
০৯.	অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং জি আর এস সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৮-১০-২০২২	১৮
১০.	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্পের ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০-১০-২০২২	৩২

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১১.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা	২৩-১০-২০২২	২৯
১২.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা	৩০-১০-২০২২	২৬
১৩.	তথ্য অধিকার আইন	২৭-১১-২০২২	৩৫
১৪.	সিটিজেন চার্টার	৩০-১১-২০২২	৪১
১৫.	শুদ্ধাচার ও সরকারী কাজে সুশাসন	০১-১২-২০২২	৩৪
১৬.	ইজিপি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৪-০৩-২০২৩	৩৬
১৭.	কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৯-০৩-২০২৩ ও ২০-০৩-২০২৩	২০
১৮.	কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২১-০৩-২০২৩ ও ২২-০৩-২০২৩	২০
১৯.	কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৩-০৩-২০২৩ ও ২৬-০৩-২০২৩	২০
২০.	নৈতিকতা ও শিষ্টাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮-০৩-২০২৩	৪৯
২১.	সিটিজেন চার্টার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯-০৩-২০২৩	৪৯
২২.	তথ্য অধিকার আইন	০৯-০৪-২০২৩	২৯
২৩.	জিআরএস সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৭-০৪-২০২৩	২৮
২৪.	উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৯-০৫-২০২৩	২৫
২৫.	উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৯-০৫-২০২৩	২৫
২৬.	ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড প্রিন্টিং পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৫-০৫-২০২৩ থেকে ১৭-০৫-২০২৩	১৮
২৭.	ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ধাবন এবং শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯-০৫-২০২৩ থেকে ২২-০৫-২০২৩	৩৯
২৮.	ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ধাবন এবং শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৬-০৫-২০২৩ থেকে ২৯-০৫-২০২৩	৪১
২৯.	লার্নিং সেশন (আইবাস, টিএ বিল দাখিল)	১৫-০৬-২০২৩	২৯
৩০.	তথ্য অধিকার আইন	১৮-০৬-২০২৩	৪১

এছাড়া প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের জন্য ১৯ মে ২০২৩ হতে ২২ মে ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত এবং ২৬ মে ২০২৩ হতে ২৯ মে ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বান্দরবান ও কক্সবাজারে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে আলোচনা সভা

১.১৫ অর্থ ছাড় সংক্রান্ত তথ্য

২০২২-২৩ অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	দপ্তর/সংস্থা/খাত	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)	৪১০.৬৭
২	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	৫৭০.৯৮
৩	মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র	৩০.০০
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা	৪৬৩৮৬১.৪৭
৫	যুদ্ধাহত এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা	৪৪০৮৪.৭৮
৬	খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা	১৪৪৬.০০
৭	মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪১০১.৬০
৮	মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মহান বিজয় দিবস ভাতা	৪৯৯৭.৮৫
৯	মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উৎসব ভাতা	৪৪১৬৭.৬৮
১০	রেয়াতি হারে খাদ্য সামগ্রী-প্রাধিকারপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা	৫৭৩৭.৪২

১.১৬ গেজেট সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ২৪৫৩ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ৩০৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট সংশোধন, ৯০৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল এবং ২০১৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার বেসামরিক গেজেট নিয়মিতকরণ করা হয়।

১.১৭ ডিজিটাল সনদ ও স্মার্ট আইটি কার্ড প্রদান

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে ডিজিটাল সনদ ও জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে স্মার্ট আইডি কার্ড প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৬৪টি জেলার ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণের তথ্য নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ডিজিটাল সার্টিফিকেট সংখ্যা		মোট সার্টিফিকেট	স্মার্ট আইডি কার্ড সংখ্যা	বিতরণের তারিখ
		জীবিত	মৃত			
১.	কিশোরগঞ্জ	১৭৫৫	১৭৬৭	৩৫২২	১৭৫৫	০৭-০৭-২০২২
২.	গোপালগঞ্জ	২৭৪৫	২৫০৫	৫২৫০	২৭৪৫	০৬-০৭-২০২২
৩.	গাজীপুর	১৭৩৪	১৩২১	৩০৫৫	১৭৩৪	০৫-০৭-২০২২
৪.	মাদারীপুর	১৪৬০	১১০৬	২৫৬৬	১৪৬০	০৫-০৭-২০২২
৫.	নড়াইল	১২৪০	১০৮৪	২৩২৪	১২৪০	০৬-০৭-২০২২
৬.	মৌলভীবাজার	৬৪৪	৮২৭	১৪৭১	৬৪৪	০৭-০৭-২০২২
৭.	হবিগঞ্জ	৯২৮	১১১৯	২০৪৭	৯২৮	০৬-০৭-২০২২
৮.	সুনামগঞ্জ	১৭১১	২২৫৬	৩৯৬৭	১৭১১	০৭-০৭-২০২২
৯.	বাগেরহাট	২৩২৪	২০৩৮	৪৩৬২	২৩২৪	০৭-০৭-২০২২
১০.	সাতক্ষীরা	১২৩১	৯০০	২১৩১	১২৩১	০৬-০৭-২০২২
১১.	যশোর	১৪৮৪	১২২২	২৭০৬	১৪৮৪	০৬-০৭-২০২২
১২.	ঝিনাইদহ	১১১৯	৯৫৫	২০৭৪	১১১৯	০৬-০৭-২০২২
১৩.	মাগুরা	৯১৭	৬৯৯	১৬১৬	৯১৭	০৬-০৭-২০২২
১৪.	ঢাকা	২৫১৬	১৭৩৯	৪২৫৫	২৫১৬	১৯-০৭-২০২২
১৫.	শরিয়তপুর	১৩০৯	১০০১	২৩১০	১৩০৯	২৪-০৭-২০২২
১৬.	মেহেরপুর	৪৫২	৪১২	৮৬৪	৪৫২	২৪-০৭-২০২২
১৭.	নারায়ণগঞ্জ	১১৯২	১০৯১	২২৮৩	১১৯২	২৭-০৭-২০২২
১৮.	চুয়াডাঙ্গা	৭৪৮	৭৬৭	১৫১৫	৭৪৮	০৮-০৮-২০২২
১৯.	জয়পুরহাট	৪৬৫	৩২১	৭৮৬	৪৬৫	০৮-০৮-২০২২
২০.	নাটোর	৭৩৭	৬৬০	১৩৯৭	৭৩৭	০৮-০৮-২০২২
২১.	ঠাকুরগাঁও	৭০৪	৭২১	১৪২৫	৭০৪	৩১-০৮-২০২২
২২.	নীলফামারী	৪৯১	৪১৩	৯০৪	৪৯১	২২-০৮-২০২২
২৩.	রাজশাহী	১১৫৬	১০৮৭	২২৪৩	১১৫৬	২৩-০৮-২০২২
২৪.	কুষ্টিয়া	১৬৬৭	১২৪৬	২৯১৩	১৬৬৭	২৮-০৮-২০২২
২৫.	কক্সবাজার	২২৪	২০২	৪২৬	২২৪	০৮-০৯-২০২২

২৬.	বান্দরবান	৪৯	৪১	৯০	৪৯	০৮-০৯-২০২২
২৭.	রাঙ্গামাটি	৮১	৭৩	১৫৪	৮১	০৮-০৯-২০২২
২৮.	খাগড়াছড়ি	২৩৮	২৬৬	৫০১	২৩৫	০৭-০৯-২০২২
২৯.	পটুয়াখালী	৬৬২	৫৮১	১২৪৩	৬৬২	০৮-০৯-২০২২
৩০.	বরগুনা	৬৭০	৫২৯	১১৯৯	৬৭০	০৮-০৯-২০২২
৩১.	ভোলা	৬৫৪	৭৯৭	১৪৫১	৬৫৪	১২-০৯-২০২২
৩২.	রংপুর	৬৭৩	৬২৯	১৩০২	৬৭৩	১১-০৯-২০২২
৩৩.	রাজবাড়ী	৭০৭	৫১৪	১২২১	৭০৭	০৮-০৯-২০২২
৩৪.	শেরপুর	৬৮১	৬৭৯	১৩৬০	৬৮১	০৮-০৯-২০২২
৩৫.	নরসিংদী	২৪২০	২২৬৪	৪৬৮৪	২৪২০	১৩-০৯-২০২২
৩৬.	বগুড়া	১৭৭৫	১২১৮	২৯৯৩	১৭৭৫	১৩-০৯-২০২২
৩৭.	খুলনা	১০০৮	৭৮০	১৭৮৮	১০০৮	২৯-০৯-২০২২
৩৮.	গাইবান্ধা	১১৬৮	৯৫৮	২১২৬	১১৬৮	২২-০৯-২০২২
৩৯.	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	১১২৬	৯৪৫	২০৭১	১১২৬	২৭-০৯-২০২২
৪০.	জামালপুর	১৫৫৬	১২২৫	২৭৮১	১৫৫৬	২০-০৯-২০২২
৪১.	ঝালকাঠী	৯৯০	১০৫৫	২০৪৫	৯৯০	২০-০৯-২০২২
৪২.	পঞ্চগড়	৯৬০	৯৯৭	১৯৫৭	৯৬০	২০-০৯-২০২২
৪৩.	পাবনা	১৫০১	১২৪৪	২৭৪৫	১৫০১	২৫-০৯-২০২২
৪৪.	পিরোজপুর	১৫৫৩	১৩৩৩	২৮৮৬	১৫৫৩	২৫-০৯-২০২২
৪৫.	লক্ষীপুর	৮২৯	৯৭৪	১৮০৩	৮২৯	২৮-০৯-২০২২
৪৬.	মানিকগঞ্জ	১০৯৯	৮৭০	১৯৬৯	১০৯৯	২৮-০৯-২০২২
৪৭.	লালমনিরহাট	৯৮১	৯২৫	১৯০৬	৯৮১	২৮-০৯-২০২২
৪৮.	ফেনী	১৪২৫	১৫৩৫	২৯৬০	১৪২৫	২৮-০৯-২০২২
৪৯.	কুড়িগ্রাম	২৪১৮	১৮৭৫	৪২৯৩	২৪১৮	০৩-১০-২০২২
৫০.	দিনাজপুর	১৯৫১	১৬০১	৩৫৫২	১৯৫১	০২-১০-২০২২
৫১.	নওগাঁ	১৭০৪	১৩৯৪	৩০৯৮	১৭০৪	০৪-১০-২০২২
৫২.	নেত্রকোণা	১৬২৩	১৪৫৩	৩০৭৬	১৬২৩	০৬-১০-২০২২
৫৩.	বরিশাল	৩৫০৬	৩৩৫৯	৬৮৬৫	৩৫০৬	১০-১০-২০২২
৫৪.	ময়মনসিংহ	২৮১২	২৮৩১	৫৬৪৩	২৮১২	১২-১০-২০২২
৫৫.	সিরাজগঞ্জ	১৭১৯	১৩৫৬	৩০৭৫	১৭১৯	১৩-১০-২০২২
৫৬.	সিলেট	১৬৮২	২৫২৯	৪২১১	১৬৮২	১০-১০-২০২২
৫৭.	ফরিদপুর	২০৪০	১৮৫৭	৩৮৯৭	২০৪০	১১-১০-২০২২
৫৮.	মুন্সিগঞ্জ	১৪২৩	১০২০	২৪৪৩	১৪২৩	১৬-১০-২০২২
৫৯.	টাঙ্গাইল	৪৮৩০	৩৬৩৪	৮৪৬৪	৪৮৩০	১৭-১০-২০২২
৬০.	চট্টগ্রাম	৪১০২	৩৯৭৮	৮০৮০	৪১০২	২৩-১০-২০২২
৬১.	নোয়াখালী	২১৪২	২৭৬৩	৪৯০৫	২১৪২	২৬-১০-২০২২
৬২.	কুমিল্লা	৪৩৩৫	৪১৫১	৮৪৮৬	৪৩৩৫	২৪-১০-২০২২
৬৩.	চাঁদপুর	১৯৭৬	১৯৪৭	৩৯২৩	১৯৭৬	৩০-১০-২০২২
৬৪.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩২২৬	৩৪৬৮	৬৬৯৪	৩২২৬	২৪-১০-২০২২
	সর্বমোট	**৯৫২৪৫**	**৮৭১০৭**	**১৮২৩৫২**	**৯৫২৪৫**	

উপজেলা নিবার্হী অফিসার কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ডিজিটাল সনদ বিতরণ

১.১৮ মামলা পরিচালনা এবং আইন প্রণয়ন

এ মন্ত্রণালয়ে পূর্ব থেকেই ৩২১৭টি দেওয়ানী ও রিট মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় ছিল। তন্মধ্যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নতুন ৪২১টি দেওয়ানী ও রিট মামলা দায়ের হয়েছে। উক্ত মামলাসমূহের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মোট ৩৭টি রিট মামলা non-prosecution মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমান সময়োপযোগী করে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি গত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

১.১৯ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এমআইএস

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা পূর্বে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বিতরণ করা হতো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা G2P পদ্ধতিতে EFT প্রক্রিয়ায় MIS এর মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। জাতীয় পরিচয়পত্র এর সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধা /পরবর্তী ওয়ারিশদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য MIS এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিধায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিক উপকারভোগীর নিকট ইলেকট্রনিক G2P পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ে পৌঁছাবে। ফলে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন হবে এবং নাগরিকের সময়, খরচ ও ভ্রমণের পরিমাণ হ্রাসের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মান ব্যাপকভাবে উন্নয়ন

হয়ে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হবে। এ ছাড়াও বছরে কয়েকশত কোটি টাকার অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সূর্য সন্তান বা তাঁদের পরবর্তী ওয়ারিশগণের তথ্য কালের পরিক্রমায় স্মৃতির অতল গহীনে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে MIS এর পাবলিক ভিউ আকারে সংক্ষিপ্ত ভার্সনটি সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ MIS টি প্রস্তুতকৃত এবং নিয়মিত হালনাগাদকরণের প্রয়োজন হবে বিধায় মন্ত্রণালয়সহ বেসরকারি খাতেও দক্ষ মানব সম্পদের উন্নয়ন হবে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পে বিকাশ ও অবকাঠামোর উন্নয়ন হবে। বর্তমানে MIS এ উপকারভোগীর সংখ্যা ২,৩৬,৬৪৩ জন।

১.২০ সেবা সপ্তাহ উদযাপন

প্রতিবেদনাধীন বছরে ০১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ হতে ০৭ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত 'সেবা সপ্তাহ ২০২৩' উদযাপন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে উক্ত কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সেবা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করে এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়। ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া প্রচারণার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের তালিকা সংবলিত লিফলেট প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়।

সেবা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা

সেবা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি

১.২১ War Veterans এর সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিবছর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত বিভিন্ন পদবি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী ১৯৭২ সালে নেভাল মাইন অপসারণ কার্যে অংশগ্রহণকারী রাশিয়ার সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২০২২ সালে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত বিভিন্ন পদবির ৭৫ জন (সস্ত্রীক) War Veterans এর সম্মানে ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

War Veterans এর সম্মাননা প্রদান

War Veterans এর সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

১৯৭২ সালে ঢাকা সফর শেষে তেজগাঁও বিমান বন্দরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কে বিদায় জানাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সমর্থন আদায়ে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা অটল বিহারি বাজপেয়িকে 'মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালের ৭ই জুন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে বাজপেয়ির এই সম্মানা তুলে দেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে।

১.২২ প্রকল্প বাস্তবায়ন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ, নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গের সদস্যগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা হয়। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া আরো কয়েকটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন

১.০ বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় নিম্নোক্ত দিবসগুলো উদযাপন/পালনের জন্য জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করে:

- ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস
- ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
- ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস
- ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
- ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপনে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে। দিবসগুলো উদযাপন/পালনের জন্য জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। কর্মসূচি উদযাপন/পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ৯ পদাতিক ডিভিশন, সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান বিজয় দিবসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে 'বিজয় দিবস প্যারেড ২০২২' এ মহামন্য রাষ্টপতি মোঃ আবদুল হামিদ সালাম গ্রহণ করেন

মহামন্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে স্বাগত জানান

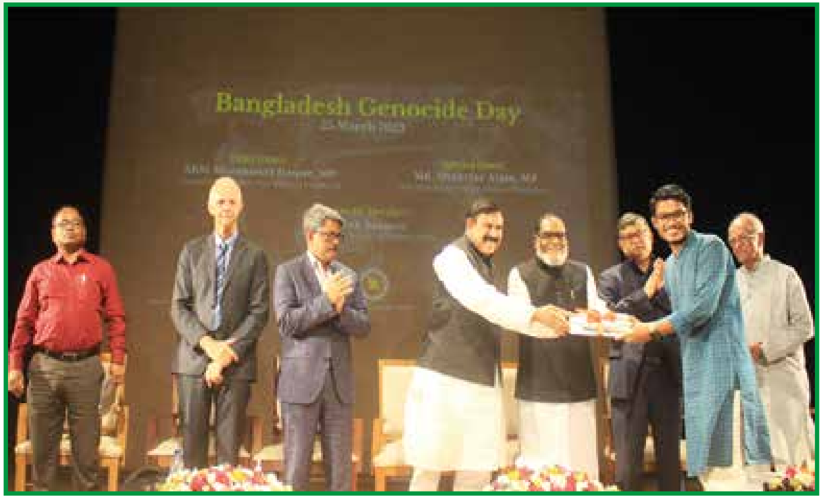

গণহত্যা দিবস ২০২২ উদযাপন

বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা

জাতীয় শোক দিবস

জাতীয় শোক দিবস

জাতীয় জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

১. অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প (বীর নিবাস)

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৩০০০০টি বাসস্থান (বীর নিবাস) নির্মাণ।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	১৬/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (মহানগর সংশ্লিষ্ট) (গ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় (সকল)
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪১২২৯৮.৮৪ লক্ষ (চার হাজার একশ বাইশ কোটি আটানব্বই লক্ষ চুরাশি হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জানুয়ারি ২০২১ হতে ৩১ অক্টোবর ২০২৩। (মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন)
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০০০০টি বাসস্থান (বীর নিবাস) নির্মাণ
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	২০২২৩৭.০০ লক্ষ টাকা।
৯	প্রকল্প পরিচালক	:	এম ইদ্রিস সিদ্দিকী (অতিরিক্ত সচিব) মোবাইল নং- ০১৭১৫০১৪৩৬৩ ই-মেইল:midris1963@gmail.com
১০	অগ্রগতি	:	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ১০৫৫৬টি বীর নিবাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; ১০৭২৯টি বীর নিবাসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কার্যক্রমের ডিজিটাল উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কার্যক্রমের ডিজিটাল উদ্বোধন

২. প্রকল্পের নামঃ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যক্রম অধিকতর সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন, দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধন এবং ভবনের অর্জিত আয় থেকে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ, নির্মিত ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় সৃষ্টি করা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	২০/০৬/১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক সংশোধিত অনুমোদিত।
৩	বাস্তায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১২২৩৫৪ কোটি (এক হাজার দুইশত তেইশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা।
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জুলাই ২০১২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ (জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে)
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	৬৪ জেলার ৪৭০টি উপজেলা।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	৪৭০টি উপজেলায় ৩ তলা বিশিষ্ট একটি করে মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ।
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
৯	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি মোবাইল নং-০১৭১১-২৭৫৫৩৭ ই-মেইল: pd.umcb@gmail.com
১০	অগ্রগতি	:	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৪৩৬ টি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১০ টি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ফরিদপুর

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, নারায়ণগঞ্জ

৩. মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ (২য় সংশোধিত)

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ, নতুন প্রজন্মকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অবহিতকরণ, মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত জাতীয় ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	১০/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখে ২য় সংশোধন অনুমোদন।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২০৫৮৩.২০ লক্ষ (দুইশত পাঁচ কোটি তিরাশি লক্ষ বিশ হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২৪।
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	৬৪টি জেলার ২৯৩টি উপজেলা।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	৬৪টি জেলার ২৩১টি উপজেলার ৩৬২টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ/জাদুঘর নির্মাণ।
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	৩৯১০.০০ লক্ষ টাকা।
৯	প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্বে)	:	জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি মোবাইল নং-০১৭১১-২৭৫৫৩৭ ই-মেইলঃ pd.umcb@gmail.com
১০	অগ্রগতি	:	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ২৫০টি স্মৃতিসৌধ ও ৫২টি স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ

পারকুমিরা মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ সাতক্ষীরা, তালা, সাতক্ষীরা

৪. ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধন)

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধুর মহান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের উদাত্ত আহবান এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরেরউজ্জ্বলতম স্মৃতিকে সংরক্ষণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বিভিন্ন সময়ের আন্দোলন ও ঘটনাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	১ম সংশোধন অনুমোদন, ০৪/০৪/২০২৩ খ্রি: (একনেক অনুমোদন)
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৯৭৩৪.৯৩ লক্ষ (তিনশত সাতানব্বই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৪।
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের স্থান সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক উন্নয়ন কাজ সম্পাদন।
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	৯৩৯.০০ লক্ষ টাকা।
৯	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মো: হাবিবুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মোবাইল নং-০১৫৩৫৫৭৫৮৫৯, ই-মেইল: islammdhabibul@gmail.com
১০	অগ্রগতি	:	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ভূগর্ভস্থ কার পার্কিং-৯৭%, মসজিদ-৯৬%, ফুড কিউস্ক (৭টি)-৯৬%, ওয়াকওয়ে-৬৫% এবং ওয়াটার ফাউন্টেইন-৮২% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৭০%।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্থাপিত গ্লাস টাওয়ার

৫. মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (১ম সংশোধন)

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর আত্মত্যাগ ও মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যের জীবন উৎসর্গের বিষয়টি স্মৃতিবহ ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় করে রাখার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।
২	প্রকল্পের অনুমোদন	:	১ম সংশোধন ২২/০২/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৬৮০.২৩ লক্ষ (ছেচল্লিশ কোটি আশি লক্ষ তেইশ হাজার) টাকা।
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২৪।
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলা।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত ভারতীয় মিত্রবাহিনীর আত্মত্যাগ ও মিত্রবাহিনীর শহীদ সদস্যের জীবন উৎসর্গের বিষয়টি স্মৃতিবহ ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় করে রাখার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও একটি যাদুঘর নির্মাণসহ, কোমলমতি শিশুদের জন্য বিনোদন পার্কসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ।
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	১৬৪৯.৮৫ লক্ষ টাকা।
৯	প্রকল্প পরিচালক	:	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপসচিব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা মোবাইল নং- ০১৭১৮-৭৮৪৮৬০, ই-মেইল: mjh15364@gmail.com
১০	অগ্রগতি	:	স্মৃতিসৌধ দৃশ্যমান। স্মৃতিসৌধের ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল কক্ষের ছাদ ঢালাই প্রস্তুতি চলছে। স্মৃতিসৌধের অন্যান্য ওয়াল এর কাজ চলমান। যাদুঘরের ১ম তলার স্লাব ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং ২য় তলার স্লাবের কাজ চলমান। প্রকল্পের ১নং ফুড কিয়োস্ক এর স্লাব সম্পন্ন হয়েছে এবং ২নং ফুড কিয়োস্ক এর স্লাব ঢালাইয়ের প্রস্তুতি চলমান। ব্রীজ ও টিকেট কাউন্টার এর কলাম ছাদ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ও ছাদ ঢালাইয়ের পস্তুতি চলমান।বালু ভরাট কাজ চলমান। রিটার্ণিং ওয়ালের কাজ সম্পন্ন ও বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ চলমান। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৫১%।

৬. নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ (প্রকল্পটি এ অর্থ বছরে সমাপ্ত)

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণ
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৯,২০.১৪ লক্ষ (উনপঞ্চাশ কোটি বিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২৩।
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ।

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত ভ্রাম্যমান জাদুঘর বাস এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কর্মসূচি পালন।
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	৪৫০.০০লক্ষ টাকা।
			ডা. মু. আসাদুজ্জামান, উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৯	প্রকল্প পরিচালক	:	মোবাইল নং- ০১৭১১-৪৫৬০০৫, ই-মেইল: asaddls12@gmail.com
১০	অগ্রগতি	:	১০৫০ (এক হাজার পঞ্চাশ) টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, ১০ (দশ)টি মুক্তির উৎসব এবং ৬৩ (তেষট্টি)টি সেমিনার/ওয়ার্কসপ
			ওয়ার্কসপ এবং মুক্তিযুদ্ধ কালীন ২নং এবং ১১ নং সেক্টরের উপর গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৭. শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়)

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এবং ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও নির্মাণ করা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	০৩/০৩/২০২২ তারিখে ১ম সংশোধন একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (মহানগর সংশ্লিষ্ট) (গ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় (সকল)
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৪৫২৩.৫১ লক্ষ (চারশত পয়তাল্লিশ কোটি তেইশ লক্ষ একান্ন হাজার) টাকা।
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	প্রাথমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশে ২০ (বিশ) হাজার মুক্তিযোদ্ধার সমাধি সংরক্ষণ ।
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	৩০০০.০০লক্ষ টাকা।
৯	প্রকল্প পরিচালক	:	এম ইদ্রিস সিদ্দিকী (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোবাইল নং- ০১৭১৫০১৪৩৬৩ ই-মেইল: midris1963@gmail.com
১০	অগ্রগতি	:	জুন, ২০২৩ পযন্ত ৫০০০টি সমাধি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সমাধি নির্মাণের নিমিত্ত তালিকা সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান আছে। উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে তালিকা প্রাপ্তির পর প্রশাসনিক অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮. ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এবং ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	১১/০৯/২০১৮ খ্রি: তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	গণপূর্ত অধিদপ্তর
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৪২,৪০.১৩ লক্ষ (চারশত বিয়াল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ তের হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৫।
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	৪০টি জেলার ১১০টি উপজেলা।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	(ক) ২৮০টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ; (খ) রায়ের বাজার বধ্যভূমির আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন।
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	৬২৫.০০ লক্ষ টাকা।
৯	প্রকল্প পরিচালক	:	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মোবাইল নং- ০১৭৭১-৭৭৩০৫৫, ই-মেইল: zalam1968@gmail.com
১০	অগ্রগতি	:	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৩৪টি বধ্যভূমির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ০৭টি বধ্যভূমির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৯. বীরের কণ্ঠে বীরগাঁথা

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যে সকল মুক্তিযোদ্ধা এখনও আছেন তাঁদের সাক্ষাৎকার আগামী প্রজন্মের জন্য সংগ্রহ, সম্প্রচার ও সংরক্ষণ। পাশপাশি তাঁদেরকে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের সাথে সম্মিলন ঘটানো ও নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গনের স্মৃতি নিয়ে তথ্যচিত্র এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্ন সেক্টরে সংঘটিত সম্মুখ যুদ্ধসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ডকুমেন্টারি নির্মাণ করে জাতীয়ভাবে ই-আর্কাইভ স্থাপন।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	০৭/০৭/২০২২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৯৫৭.০৫ লক্ষ (উনপঞ্চাশ কোটি সাতান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪।
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	২০২৩ সালের মধ্যে ৮০০০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার রণাঙ্গনের স্মৃতি সংরক্ষণ, ২০২৩ সালের মধ্যে ১৬ টি ডকুমেন্টারি নির্মাণ, নির্মিত তথ্যচিত্র এবং ডকুমেন্টারি সংরক্ষণ, তথ্যচিত্র ও ডকুমেন্টারি সম্প্রচার ও আর্কাইভকরণ।
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	১৩.০০ লক্ষ টাকা।
৯	প্রকল্প পরিচালক	:	ডা. মু. আসাদুজ্জামান, উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মোবাইল নং- ০১৭১১-৪৫৬০০৫, ই-মেইল: asaddls12@gmail.com
১০	অগ্রগতি	:	ভিডিও নির্মাণ (জেলা/উপজেলা/সেক্টরভিত্তিক ডকুমেন্টারি) এবং সংক্ষিপ্ত ভিডিও নির্মাণ (বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গনের স্মৃতি) নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন করে NOA জারি করা হয়েছে এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্যানোরমা নির্মাণ প্রকল্প (কারিগরি সহায়তা)

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো মহান মুক্তিযুদ্ধকে প্রদর্শনীর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে দুটি প্যানারোমা মুন্সীগঞ্জ/গোপালগঞ্জ এবং মুজিবনগর, মেহেরপুরে প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাস জানতে পারে।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	৩০/০৬/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদিত হয়েছে।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর।
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৫২৭.৯৯ লক্ষ (পয়তাল্লিশ কোটি সাতাশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকা।
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩।
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	১। মুন্সীগঞ্জ/গোপালগঞ্জ, ২। মুজিবনগর, মেহেরপুর।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	প্যানোরমা নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য নকশা ও কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন, প্যানোরমা নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন, নির্মিতব্য প্যানোরমা দুটির অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক নির্ধারণ এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর প্যানোরমা রক্ষণাবেক্ষণের সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন ইত্যাদি।
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	৪৩৫০.০০ লক্ষ টাকা।
৯	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ আকতার হোসেন আজাদ
			যুগ্মসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১০	অগ্রগতি	:	প্যানোরমাসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঈপ্সিত অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার পদ্মা সেতুর নিকটবর্তী স্থানে জমি নির্বাচন করা হয়েছে। খসড়া নকশা প্রণীত হয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১১. বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের নৌকমান্ডো অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' বিষয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রকল্প

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় সাহসী অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' নিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের জন্য একটি সঠিক তথ্য নির্ভর বিনোদনমূ-লক চলচ্চিত্র নির্মাণ।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	১০/০১/২০২২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৩৪৯.৬৮ লক্ষ (তেইশ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকা।
৫	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪।
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য 'অপারেশন জ্যাকপট' চলচ্চিত্র নির্মাণ।
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	৪৯.০০ লক্ষ টাকা।
৯	প্রকল্প পরিচালক	:	আমজাদ হোসেন
			উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
			মোবাইল নং-০১৭৫৬৫৫৫৬৪২, মেইল: amjadh15@gmail.com
৮	অগ্রগতি	:	মহামান্য হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১২. “ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩.	বাস্ড়বায়নকাল	:	০১ জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩০ মার্চ, ২০২৩
৪.	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	৩৬৩ লক্ষ (তিন কোটি তেষট্টি লক্ষ) টাকা
৫.	প্রকল্প পরিচালক	:	আমজাদ হোসেন উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা মোবাইল নং-০১৭৫৬৫৫৫৬৪২, মেইল: amjadh15@gmail.com
৬.	অগ্রগতি	:	ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটির সমীক্ষা কার্যক্রমটি একক উৎস পদ্ধতিতে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন, প্রস্তাবিত “ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের নকশা এবং ‘উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব’ এ মন্ত্রণালয়কে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%

১৩. “মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ এমভি একরাম’কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ-জাদুঘর স্থাপন” শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগস্ত জাহাজ এমভি একরাম’কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ-জাদুঘর স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩.	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩০ মার্চ, ২০২৩
৪.	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য ‘অপারেশন জ্যাকপট’ চলচ্চিত্র নির্মাণ।
৫.	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	৩৯৪ লক্ষ (তিন কোটি চুরানব্বই লক্ষ) টাকা
৬.	প্রকল্প পরিচালক	:	ড. অমিতাভ চক্রবর্তী উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা ০১৭১২২০৬৬৪৪, মেইল: dsdev@molwa.gov.bd
৭.	অগ্রগতি	:	মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ এম.ভি আকরাম-কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটির সমীক্ষা কার্যক্রমটি একক উৎস পদ্ধতিতে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন, প্রস্তাবিত “মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগস্ত জাহাজ এম.ভি আকরাম-কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের নকশা এবং ‘উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব’ এ মন্ত্রণালয়কে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%

অননুমোদিত প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১. মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	● ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে মেহেরপুরের মুজিবনগরে সংঘটিত ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পটভূমি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা। ● স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে বিবৃত করা। ● জাতীয় দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম সংঘটিত করা, যার মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের চিরস্থায়ী স্মৃতিকে উদ্দিপ্ত করা। ● দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণ।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	অননুমোদিত।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	(ক) গণপূর্ত অধিদপ্তর
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫১৭০২.৬৬ লক্ষ (পাঁচশত সতেরো কোটি দুই লক্ষ ছিষট্টি হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৭।
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলা।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় চার নেতার ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য নির্মাণ, মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য নির্মাণ, শেখ হাসিনা মঞ্চ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী সম্বলিত ডিওরোমা নির্মাণ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন হতে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলীর বিবরণ সম্পর্কিত ইতিহাস পরিক্রমা (History Walk) নির্মাণ, ভাস্কর্য উদ্যান (Sculpture Garden) নির্মাণ, ম্যুরাল, পেইন্টিং স্থাপন।
৮	অগ্রগতি	:	প্রকল্পটির ওপর সর্বশেষ গত ০৮/০২/২০২৩ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ০১/০৮/২০২৩ তারিখে পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

২. খেতাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসস্থল/সমাধিস্থল সংরক্ষণ/উন্নয়ন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়ন প্রকল্প

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	খেতাবপ্রাপ্ত বিভিন্ন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসস্থল/সমাধিস্থল সংরক্ষণ/উন্নয়ন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্নয়ন
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	অননুমোদিত
৩	অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ওপর গত ৩১/০৭/২০২৩ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ২৫/০৯/২০২৩ তারিখে পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫।
৫	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৬৬৫.০০ লক্ষ (ছত্রিশ কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ) টাকা

৩. জেলা ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবনে ক্যাপসুল লিফট স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

ক্র: নং	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং জেলা ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দাপ্তরিক কার্যক্রম অধিকতর সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ৫১৪টি জেলা/উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবনে ক্যাপসুল লিফট স্থাপন।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	অননুমোদিত
৩	অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ওপর গত ৩১/০৮/২০২৩ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৪	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৮।
৫	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৯০৮৩.৭৪ লক্ষ (চারশত নব্বই কোটি তিরাশি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

১.০ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ইতিহাস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের পোষ্যদের কল্যাণ সাধনকল্পে ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৯৪/১৯৭২ নম্বর আদেশ বলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ৯টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৮টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে ঢাকাস্থ এলিফ্যান্ট রোডে অস্থায়ী কার্যালয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে আরও ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টকে প্রদান করা হয়। এছাড়া ট্রাস্ট নিজস্ব উদ্যোগে ৩টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে ট্রাস্টের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ প্লট সংখ্যা ৩৩টি। ১৯৮৬ সালে এলিফ্যান্ট রোড থেকে অস্থায়ী কার্যালয়টি ৮৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় নিজস্ব 'স্বাধীনতা ভবন' এ স্থানান্তর করা হয়। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এবং অন্যান্য সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণ সাধনকল্পে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৯৪/১৯৭২ পরিমার্জনপূর্বক যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সর্বোচ্চ পরিচালনা পর্ষদ ট্রাস্টি বোর্ড। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ চালুকরণ, বিকল্প ব্যবহারসহ সার্বিক তদারকির জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে।

২.০ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প: শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভুক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য: শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভূক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করা।

৩.০ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলি:

- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮ এবং সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ-২০২১ অনুযায়ী শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি ভাতা, উৎসব ভাতা বা অন্য কোনো ভাতা, সম্মানি বা সুবিধা প্রদান;
- ট্রাস্টকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ও সামর্থ্যবান করার জন্য ট্রাস্টের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং সম্পত্তি অর্জনের যাবতীয় কাযক্রম গ্রহণ;
- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ, পণ্য বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে ঔষধপত্রসহ দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান;
- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের জন্য পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;
- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত এবং শহিদ ও মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সুবিধাভোগী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;
- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের রেশন সুবিধাসহ প্রদান;
- ট্রাস্টের অর্থ ও তহবিল বিনিয়োগ এবং প্রয়োজনবোধে বিনিয়োগ পরিবর্তন;
- স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ ; এবং
- ট্রাস্টের তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা।

৪.০ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণট্রাস্ট কর্তৃক প্রদেয় সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য

(ক) উৎসব ভাতা:

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/০১/২০২২ তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে প্রদত্ত মাসিক সম্মানি ভাতার অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত হারে ও শর্তে উৎসব ভাতাদি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্র: নং	বিবরণ	উৎসব ভাতা (০২টি)	মহান বিজয় দিবস ভাতা (শুধু জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রাপ্য)	বাংলা নববর্ষ ভাতা	শর্ত
০১	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা	১০,০০০/-টাকা হারে	৫,০০০/-	২,০০০/-	
০২	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ	৫,০০০/-	২,০০০/-	
০৩	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ	-	২,০০০/-	
০৪	০৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ	মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ	-	২,০০০/-	১০,০০০/-টাকা হারে ২টি উৎসব ভাতা বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(খ) পঙ্গুত্বের মাত্রা অনুযায়ী সম্মানি ভাতা:

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান করা হয়। মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদত্ত মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্র: নং	বিবরণ	শ্রেণি	সংখ্যা (জন)	মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার পরিমাণ
০১	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	'এ' (পঙ্গুত্ব ৯৬% - ১০০%)	৫২	৪৫,০০০/-
		'বি' (পঙ্গুত্ব ৬১% - ৯৫%)	৭২১	৩৫,০০০/-
		'সি' (পঙ্গুত্ব ২০% - ৬০%)	২৭৩২	৩০,০০০/-
		'ডি' (পঙ্গুত্ব ০১% - ১৯%)	৩৩১৭	২৭,০০০/-
০২	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার		৫,১৬৮	৩০,০০০/-
০৩	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা	বীরশ্রেষ্ঠ	৭	৩৫,০০০/-
		বীর উত্তম	৬৬	২৫,০০০/-
		বীর বিক্রম	১৭২	২০,০০০/-
		বীর প্রতীক	৪২৫	২০,০০০/-
		সর্বমোট	**১২,৬৬০**	

(গ) যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত, মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাব প্রাপ্ত ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা:

০১.	চিকিৎসা ভাতা	:	রাষ্ট্রীয় **সম্মানি** ভাতার সাথে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে চিকিৎসা ভাতা পেয়ে থাকেন;
০২.	খাদ্য ভাতা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার সাথে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে খাদ্য ভাতা পেয়ে থাকেন;
০৩.	সাহায্যকারী ভাতা	:	'এ' শ্রেণিভুক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার সাথে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সাহায্যকারী ভাতা পেয়ে থাকেন;
০৪.	উৎসব বোনাস ২টি (ইদ-উল-ফিতর ও আযহা)	:	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে উৎসব বোনাস পেয়ে থাকেন;
০৫.	মহান বিজয় দিবস ভাতা	:	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মহান বিজয় দিবস ভাতা পেয়ে থাকেন;
০৬.	বাংলা নববর্ষ ভাতা	:	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা পেয়ে থাকেন;
০৭.	শিক্ষা ভাতা (অনধিক ২ সন্তান)	:	২০% বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি সন্তান বার্ষিক শিক্ষা অনুদান বাবদ ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা পেয়ে থাকেন;
০৮.	বিবাহ ভাতা (অনধিক ২ কন্যা/পুত্র)	:	২০% বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রতি সন্তান (কন্যা/পুত্র) বিবাহ বাবদ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা প্রাপ্য পেয়ে থাকেন;
০৯.	(ক) চিকিৎসা খরচ (দেশে)	:	২০% বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ট্রাস্টের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা খরচ পেয়ে থাকেন;
১০.	(খ) চিকিৎসা খরচ (বিদেশ)	:	২০% বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে উন্নত চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১১.	বার্ষিক ক্রীড়া ও বনভোজন	:	ঢাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে;

১২.	জাতীয় শোক দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবস পালন	:	প্রতি বছর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মুজিবনগর দিবস পালন করা হয়;
১৩.	মৃতদেহ দাফন/সৎকার	:	২০% বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করিলে তাহার দাফন/সৎকার কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ট্রাস্ট বহন করবে। নিজ বাড়ী ছাড়া অন্যত্র মৃত্যুবরণ করলে তার মৃতদেহ ট্রাস্টের খরচে তার বাড়ীতে পৌঁছে দেয়া হবে অথবা তার আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছায় তাদের নিকট হস্তান্তর করা অথবা অন্যত্র দাফন/সৎকার করা যাবে। যার ব্যয়ভার নীতিমালা অনুযায়ী ট্রাস্ট বহন করেন;
১৪	পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন বিল মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব পুরো বাড়ীর পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১৫.	বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব পুরো বাড়ীর হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১৬.	গ্যাস বিল মওকুফ সুবিধা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ০২ বার্নার গ্যাস বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১৭.	বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব পুরো বাড়ীর বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১৮.	মোবাইল ফোন (হুইল চেয়ারধারী)	:	চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে ট্রাস্টের সহিত যোগাযোগের জন্য হুইল চেয়ারে চলাচলাকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রদেয় মোবাইল ফোন ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত হারে অর্থ পেয়ে থাকেন;
১৯.	পরিচয়পত্র	:	২০% বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। পরিচয়পত্র প্রদর্শন করলে নিম্নোক্ত সুবিধা প্রাপ্য হবেন: ক) এটি পরিদর্শনপূর্বক রেলওয়ে, বিআরটিসি এর কোচ, বাস এবং জলযানে সর্বোচ্চ শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করিতে পারবেন; (রেলওয়ে ও জলযানের ক্ষেত্রে কার্ডধারীর সাহায্যকারীও এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হবেন)। খ) বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ প্রতি রুটে (যাতায়াত) বছরে একবার এবং আর্ন্তজাতিক যে কোন রুটে (বিজনেস ক্লাসে) ভি.আই.পি লাউঞ্চ ব্যবহারসহ বিনা ভাড়ায় বছরে (যাতায়াত) দুইবার ভ্রমণ করিতে পারবেন; গ) এটি প্রদর্শনপূর্বক বীর মুক্তিযোদ্ধার ব্যবহারকারী গাড়ী সকল ফেরী এবং ব্রীজে টোল ফ্রি চলাচল করতে পারবেন এবং ফেরিতে ভিআইপি কেবিন ব্যবহার করতে পারবেন; ঘ) পর্যটন কর্পোরেশন হোটেল/মোটেলে বিনা ভাড়ায় দুই রাত বছরে একবার এবং জেলা পরিষদের ডাক বাংলো ও সার্কিট হাউজে স্ব-পরিবারে ৭২ ঘন্টা থাকতে পারবেন;
২০.	ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য নির্মিত ফ্ল্যাট ও দোকান নির্মাণ সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(ঘ) রেশন সুবিধা

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতাভোগী সকল শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ পরিবার ও অন্যান্য খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়। মাসিক রেশন সামগ্রী প্রাপ্যতার হার নিম্নরূপ:

রেশন সামগ্রীর নাম	১ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	২ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	৩ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)	৪ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)
চাউল সিদ্ধ/আতপ	১১	২০	৩০	৩৫
আটা	১২	২০	২৫	৩০
চিনি	১.৭৫	৩	৪	৫
ভোজ্য তেল	২.৫	৪.৫	৬	৮
ডাল	৩.৫	৫.৫	৭	৮

বি:দ্র: যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে ১-১-১৯৭৩ হতে ৩০-১১-১৯৮৭ পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপন ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ৩১-১২-১৯৮৭ হতে ২২-১০-২০০১ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং অদ্যাবধি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদানের ট্রাস্টের সাফল্য

(ঙ) বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান: বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি নীতিমালা-২০১২ এর আওতায় প্রতিবছর ৬০০ জনকে নিম্নরূপ হারে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে:

ক্র: নং	শিক্ষার ধরণ	মেয়াদকাল	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ (মাসিক হার)	পূর্বে ছাত্রবৃত্তি তহবিলে স্থিতি (৩১-১২-২০২০খ্রি:)	বর্তমানে ছাত্রবৃত্তি তহবিলে স্থিতি
০১	সাধারণ শিক্ষা	০৫ (পাঁচ) বছর	৩,০০০/-	৪৩ কোটি টাকা (তেতাল্লিশ কোটি)	১৫০,৬৬,৩৮,৫০৩/- (একশত পঞ্চাশ কোটি ছেষট্টি লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশত তিন) টাকা
০২	ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারিং	০৫ (পাঁচ) বছর	৩,৫০০/-		
০৩	পিএইচডি	০৩ (তিন) বছর	৪০,০০০/-		

এছাড়াও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় মিত্র বাহিনীর নিহত ও গুরুতর আহত সদস্যদের পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র/ছাত্রী বৃত্তি" প্রদানের জন্য ১,৫০,০০০ মার্কিন ডলার প্রদান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ইতোমধ্যে ১৫,০০০ মার্কিন ডলার প্রদান করা হয়েছে।

ট্রাস্টের-২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আয়-ব্যয়ের বিবরণী (আয়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১।	এফডিআর'র সুদ	২৩,১৮,৯৫,৯০৫/-
২।	এসটিডি হিসাবের উপরপ্রাপ্ত সুদ	৫,৫৫,০০,০০০/-
৩।	ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভাড়া	২২,১৯,৫৭,৩৩৯/-
৪।	বিবিধ আয়	৮৬,৫৬,৪৮১/-
	মোট আয়	**৫১,৮০,০৯,৭২৫/-**

ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১।	বেতন-ভাতাদি (সকল প্রতিষ্ঠানসহ)	১৪,৬৮,৭৪,০০০/-
২।	প্রশাসনিক ব্যয় (টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি, ওভারটাইম, আনসারদের বেতন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, আপ্যায়ন, কল্যাণ ব্যয় ইত্যাদি)	৫,০৭,২২,৪৯৬/-
৩।	বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি	৫,৯১,৬০,০০০/-
	মোট ব্যয়	২৫,৬৭,৫৬,৪৯৬/-
	নিট মুনাফা (ছাব্বিশ কোটি বারো লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার দুইশত উনত্রিশ) টাকা	**২৬,১২,৫৩,২২৯**

ব্যাংক ঋণ মওকুফ

ক্রঃ	বিবরণ	মওকুফ/পরিশোধ	মন্তব্য
১।	উদ্ধার পরিকল্পনার আওতায় ট্রাস্টের নিকট রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ বাবদ পাওনার বিপরীতে গৃহীত কার্যক্রম;	স্বাধীনতা পূর্ব ব্যাংক ঋণের সুদাসল বাবদ ৭৩.০৮ কোটি টাকা এবং স্বাধীনতা উত্তর ব্যাংক ঋণের সুদ বাবদ ৫৩.৩২ কোটি টাকা মোট (৭৩.০৮+৫৩.৩২) = ১২৬.৪০ কোটি টাকা মওকুফ করা হয়।	বর্তমানে ট্রাস্ট ব্যাংক ঋণ মুক্ত।
২।	ট্রাস্টের ৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসর জনিত সার্ভিস বেনিফিট সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম;	বকেয়া ১.৬৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।	

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি (১৯৭২-জুন ২০২৩ খ্রি:) পর্যন্ত

ক্রঃ	বিবরণ	আপত্তির সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকায়)
(১)	ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়সহ ০২টি চালু প্রতিষ্ঠান ও ১৮টি বন্ধ প্রতিষ্ঠানের (১৯৭২-২০২২ সন পর্যন্ত) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	৫,৬৮২ টি	৯০৮.১৪ টাকা
(২)	১৯৭২ থেকে জুন-২০২৩ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে	৫,৫৪৪ টি	৪৯৮.৭১ টাকা।
(৩)	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	১৩৮ টি	৪০৯.৪৩ টাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

(কোটি টাকায়)

অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		অডিট আপত্তি (চলতি অর্থ বছর)		নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি (চলতি অর্থ বছর)		অবশিষ্ট অডিট আপত্তি/		মন্তব্য
সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	
৫৫৭	৪০১.৩৫	১৮	১৭৬.২২	৪৩৭	১৬৮.১৪	১৩৮	৪০৯.৪৩	

অনলাইনের মাধ্যমে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা, বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি ও চিকিৎসা বিল

ক্রঃ	বিবরণ	মন্তব্য
(১)	এপ্রিল ২০১৩ থেকে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা 'অনলাইন ব্যাংকিং' এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে এ বিলের জন্য যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকায় যাতায়াত কষ্ট লাঘব হয়েছে এবং আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
(৩)	চিকিৎসা বিলের অর্থ চেকের পরিবর্তে 'অনলাইন ব্যাংকিং' এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার ও বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের আইডি কার্ড প্রদান

আইডি কার্ড ইস্যুর বছর	ইস্যুকৃত কার্ডের সংখ্যা	মন্তব্য
২০১০-২০১১	১১৫৭ টি	
২০১১-২০১২	৭৫২ টি	
২০১২-২০১৩	১৩২ টি	
২০১২-২০১৩	১২ টি	বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার
২০১৩-২০১৪	৬২ টি	
২০১৪-২০১৫	৭০ টি	
২০১৫-২০১৬	৮৫ টি	
২০১৬-২০১৭	৩০০ টি	
২০১৭-২০১৮	৩০০ টি	
২০১৮-২০১৯	২০০ টি	
২০১৯-২০২০	৩৫০ টি	
২০২০-২০২১	২৪ টি	
২০২১-২০২২	৩২ টি	
২০২২-২০২৩	৪৫ টি	

চিকিৎসা ব্যয়

অর্থবছর	প্রকৃত চিকিৎসা ব্যয়
২০১০-২০১১	৯৬,৮৪,০০০/-
২০১১-২০১২	১,৪৩,১৭,০০০/-
২০১২-২০১৩	১,৬৬,২৭,০০০/-
২০১৩-২০১৪	২,২৭,৪৪,০০০/-
২০১৪-২০১৫	২,০০,৪৬,০০০/-
২০১৫-২০১৬	২২,৬৭,০০০/-
২০১৬-২০১৭	১,৮৪,০০,০০০/-
২০১৭-২০১৮	৩,৫৫,৯২,০০০/-
২০১৮-২০১৯	৩৮,০০,৭০০/-
২০১৯-২০২০	৩,৭২,০৫,০০০/-
২০২০-২০২১	৩,৭২,০৫,০০০/-
২০২১-২০২২	৩,৯৫,২০,০০০/-
২০২২-২০২৩	৪,৭৯,৭৫,০০০/-

সেবা সহজীকরণ

- TMIS সফটওয়ার প্রস্তুত করে ভাতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ (মাস্টার সফটওয়ার)
- বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদানের জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাপ্রাপ্তদের অনলাইন ডাটাবেইজ চালু করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাভোগীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা সিট তৈরির সফটওয়ার প্রস্তুত চলমান।
- হটলাইন সেবা চালু করা হয়েছে (হটলাইন নং ১৬১৭১)
- রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাভোগীদের ডিজিটাল ফাইল রেজিস্টার সফটওয়ার প্রস্তুত চলমান।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরাধিকারীদের ১৬ প্রকার সেবা দিনে দিনে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ২০২২-২০২৩ গৃহীত অর্থবছরের উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নাধীন ও প্রস্তাববিত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র:

ঢাকা জেলা

০১। স্বাধীনতা ভবন: (প্রধান কার্যালয়) : জমির পরিমাণ ১৩.০০ শতক। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তলার সম্পূর্ণ এবং ২য় তলার আংশিক ট্রাস্টের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২য় তলার আংশিক এবং নীচ তলার সম্পূর্ণ অংশ ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। ভবনটি ভাঙ্গা ও অপরিচ্ছন্ন ছিল। ২০২১ সালে মেরামত ও রং করে ব্যবহারের উপযোগী ও সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে।

০২। গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স (পুরাতন নাম: গুলিস্তান ও নাজ সিনেমা হল): ০২ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৬১.৪০ শতক। উক্ত স্থানে বিটি পদ্ধতিতে (নির্মাণ ও হস্তান্তর) ০২টি বেইজমেন্টসহ ২০ তলা ভবন নির্মাণের জন্য ২০০১ সালে ডেভেলপার দি ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ-এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২০০৮ সাল পর্যন্ত ০২টি বেইজমেন্টসহ ৯তলা নির্মাণ সম্পন্ন এবং ১০ম ও ১১তম তলা শুধুমাত্র কাঠামো নির্মাণ করা হয়। উক্ত স্থানে বর্তমানে ১০৭৪টি দোকান রয়েছে। গুলিস্তান শপিং কমপেক্সের

ডিসেম্বর-২০২০ সালের জরাজীর্ণ ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় স্বাধীনতা ভবন

বর্তমান ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় স্বাধীনতা ভবন

অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ (উর্ধমুখী সম্প্রসারণসহ আনুষঙ্গিক সকল কাজ) সম্পাদনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের আলোকে গত ২৬/০৪/২০২২খ্রি: তারিখে পূর্বতন ডেভেলপার দি ওয়েস্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ারস লিঃ-এর সাথে সম্পূরক চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৬ তলার ছাদ নির্মাণ কাজ আপাততঃ বন্ধ রয়েছে। সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর ১৬ তলার ছাদ ঢালাই করা হবে।

২০০৭ সালে নির্মাণ কাজ বন্ধ হওয়ার পর গুলিস্তান কমপ্লেক্স ভবন

২০২৩ সালে সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণাধীন গুলিস্তান কমপ্লেক্স ভবন

০৩। পূর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন: ৪৭ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১৪.৮৭ শতক। বর্তমানে ডিজেল ও অকটেন বিক্রি করা হচ্ছে। আয় বৃদ্ধির জন্য এলপিজি স্থাপন ও সার্ভিস সেন্টার আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

পূর্বের অবস্থা

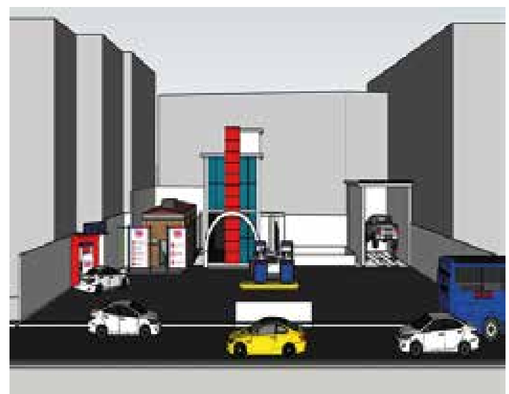

আধুনিকায়নাধীন পূর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন

০৪। মুন কমপেক্স: ১১ ওয়াইজঘাট রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৬২.০০ শতক। নির্মাণাধীন ভবন। উক্ত স্থানে বিটি পদ্ধতিতে (নির্মাণ ও হস্তান্তর) ১০ তলার ভিত্তিসহ ০৭তলা ভবন নির্মাণের জন্য ২০০১ সালে ডেভেলপারের সাথে চুক্তি হয়। ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১টি বেইজমেন্টসহ ০৫তলা পর্যন্ত সম্পন্ন এবং ৬ষ্ঠ তলার কাঠামো নির্মিত হয়েছে। দীর্ঘ ১৮ বছর পর জটিলতা নিরসন করে ভবনের মেরামত ও উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা হয়েছে।

সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ শুরুর পূর্বে মুন কমপ্লেক্স

মুন কমপ্লেক্স ২০২৩ সালে সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ চলমান

০৫। মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১, ১/১, ১/২, ১/৩ গজনবি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৬৯.৭০ শতক। উক্ত জায়গায় যুদ্ধাহত, খেতাবপ্রাপ্ত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য সরকারি অর্থায়নে ০২টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনে ৭ম থেকে ১৩তম তলা পর্যন্ত- ৮৪টি ফ্ল্যাট আছে। ভবনের মেরামত সংস্কারসহ রংকরণ কাজ করা হয়েছে।

সংস্কারের পূর্বে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১

সংস্কারের পর মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১

০৬। ১/৬ গজনবি রোড: মোহাম্মদপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ-২০.২০ শতক। উক্ত জমিতে শেয়ারিং পদ্ধতিতে (ট্রাস্টের শেয়ার ৫৪% ও সাইনিং মানি ৩.৮০ কোটি টাকা) বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ডেভেলপার কর্তৃক নক্সা অনুমোদনের জন্য রাজউক-এ দাখিল প্রক্রিয়াধীন।

৫২ বছর পর অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ

প্রস্তাবিত বহুতল ভবনের নক্সা

০৭। রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেট: (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস) ৪৩, ৪৩/১, ৪৩/২ ও ৪৩/৪ হাটখোলা রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৩.৮২ একর। উক্ত স্থানে ১৯৯৫ সালে রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেট নামে আধা-পাকা টিনসেড মার্কেট নির্মাণ করা হয়। উক্ত মার্কেটে ৩৫ বর্গফুট আকারের ১৭৯৫টি দোকান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২৫ তলা মার্কেট-কাম-বহুতল বাণিজ্যিক নির্মাণের নক্সা প্রক্রিয়াধীন।

রাজধানী সুপার মার্কেট

২৫ তলা মার্কেট-কাম-বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

০৮। অফিস বাড়িঃ (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা) ৪ হাটখোলা রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ২৬.৯৫ শতক। ডেভেলপারের মাধ্যমে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য মদিনা ডেভেলপমেন্টস লিঃ-এর সাথে ১৮/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। গত ৩১/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ৪৬ বছর পর উক্ত জায়গায় বসবাসরত অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে জায়গাটি ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে এনে ডেভেলপারকে জায়গা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ভবন নির্মাণের নক্সা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের পূর্বের অবস্থা

বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

০৯। স্কুল বাড়ি (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা): ২৯/২ কে এম দাস লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ-১৪.০০ শতক। ৪৬ বছর পর গত ০৫/০৮/২০২২ খ্রিঃ তারিখে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।

অবৈধ দখল উচ্ছেদের পর স্কুল বাড়ি

বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

১০। পুরাতন তাবানি (প্রস্তাবিত মুক্তিযুদ্ধ ভবন) (মিরপুরস্থ তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিঃ-এর জায়গা): ২৫৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১.০০ একর। ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের অফিস করার জন্য ১৩ বিশিষ্ট 'মুক্তিযুদ্ধ ভবন' নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করা হয়েছে এবং ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

বর্তমান ভবনের অবস্থা

মুক্তিযুদ্ধ ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

১১। তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিঃ এর উদ্ধারকৃত জমি: সম্প্রতি উদ্ধারকৃত তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিমিটেড এর ৩২.০০ শতক জমিতে মিনারেল ওয়াটার (বোতলজাত পানি) প্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মিরপুরস্থ তাবানি বেভারেজ-এর ৩২ শতক জমি উদ্ধার

মিনারেল ওয়াটার (বোতলজাত পানি) প্যান্ট নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

১৩। ট্রাস্ট আধুনিক হাসপাতাল: চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, মোট জমির পরিমাণ-১২.৩৭ একর। জেলা প্রশাসন, ঢাকার নামে রেকডকৃত ৯.৬০ একর। অবশিষ্ট ২.৪৩৭ একর জায়গা বিভিন্ন জনের নামে রেকড হয়েছে। ১২.০৩৭ একর জমির মধ্যে ১১.৩৫ একর জমিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার রয়েছে। অবশিষ্ট ৬৮ শতক জমি ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। উক্ত জায়গায় ১০ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন।

বর্তমানে জরাজীর্ণ ট্রাস্ট আধুনিক হাসপাতাল

১০ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবনের প্রস্তাবিত নক্সা

১৪। আবাসিক সিটি বিজয় নিকেতন [পুরাতন নামঃ পারুমা (ইস্টার্ণ) লিঃ] ১২১ করিমুল্লাবাগ, পোস্তগোলা, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৪.২৩ একর। পারুমা (ইস্টার্ন) লিঃ এর জায়গার চতুর্পাশে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে কাজ চলমান আছে। উক্ত জায়গায় আয়রন মার্কেট নির্মাণের জন্য প্রকল্প মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদন অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান।

১১ বছর পর অবৈধ দখল হতে উদ্ধারকৃত পারুমা (ইস্টার্ণ) লিঃ

আয়রন মার্কেট নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

সম্পত্তি উদ্ধার

অবৈধ দখলে থাকা ২০.২৩১২ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছে, যার মূল্য আনুমানিক ১,০০০ কোটি টাকারও বেশী।

ক্রমিক	উদ্ধারকৃত সম্পত্তির বিবরণ	জমির পরিমাণ
১.	ঢাকার টিকাটুলিস্থ হরদেও গ্লাস ওয়ার্কস এর অফিস বাড়ি	২৬.৯২ শতক
২.	ঢাকার টিকাটুলিস্থ হরদেও গ্লাস ওয়ার্কস এর স্কুল বাড়ি	১৪.০০ শতক
৩.	১/৬ গজনবি রোড, মোহাম্মদপুরের বাড়ি	২০.২০ শতক
৪.	চট্টগ্রামস্থ ইস্টার্ন কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	১০.০১ একর
৫.	চট্টগ্রামস্থ কালুরঘাটে অবস্থিত মালটিপল জুস কনসেনট্রেট প্ল্যান্ট	৫.০৬ একর
৬.	ঢাকার মিরপুরস্থ তাবানী বেভারেজ কোম্পানি লি: এর জায়গা	৩২.০০ শতক
৭.	পারুমা (ইস্টার্ন) লি:, পোস্তগোলা, ঢাকা	৪.২৩ একর
	মোট উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ	**২০.২৩১২ একর**
৮.	মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ এর ফ্ল্যাট উদ্ধার	১৩টি
৯.	অবৈধ দখলে থাকা গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স এর দোকান উদ্ধার	১০ টি

মামলা নিষ্পত্তি

প্রতিবেদনাধীন (২০২২-২০২৩) বছরে ট্রাস্টের জমি/সম্পত্তি সংক্রান্ত নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণঃ

ক্রম	কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি	আদালত ও মামলা নং	কোন তারিখে নিষ্পত্তি হয়
১.	নারায়ণগঞ্জ ডালপট্টি এলাকার ১.১১ একর জমির মধ্যে ৩৬.৪৫ একর জমি জনৈক বারেক মোল্লা হতে ক্রয়সূত্রে মালিকানা দাবি করে ১৯৮৬ সনে এ মামলা দায়ের করে। ১৯৯২ সনে নিম্ন আদালতে বাদির পক্ষে রায় হয়। রায়ের বিরুদ্ধে ট্রাস্ট আপিল করে।	ক) সাব জজ আদালত, নারায়ণগঞ্জ দেঃ মোঃ নং-১২/৮৬ বাদি শাহাবুদ্দিন গং খ) ১ম আপিল ১৫/৯২ মাননীয় হাইকোর্ট।	নিম্ন আদালতে ১৯৯২ সনে ট্রাস্টের বিপক্ষে রায় হয়। ট্রাস্টের দায়েরকৃত মাননীয় হাইকোর্টের আপিল মামলাটি দীর্ঘদিন পর শুনানি করে গত ১৮-০১-২০২১ খ্রি: তারিখে নিষ্পত্তি করা হয় এবং ট্রাস্টের পক্ষে রায় হয়।
২.	(ক) ট্রাস্ট মালিকানাধীন নারায়ণগঞ্জস্থ ডালপট্টি এলাকার ১.১১ একর জায়গার ভাড়াটিয়া মেসার্স কামাল ট্রেডিং হতে দখল স্বত্ব ক্রয় করেছেন মমে মো. ফারুক হোসেন রিপন বর্ণিত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করেন। (খ) ট্রাস্ট স্থিতিবস্থার আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জর্জ আদালত, নারায়ণগঞ্জে মিস আপিল দায়ের করা হয়।	ক) দেওয়ানি মোকদ্দমা নং-২৮/২০২০ সিনিয়র সহকারী ৪র্থ আদালত, নারায়ণগঞ্জ খ) মিস আপিল নং-২৪/২০২২ জেলা জজ আদালত, নারায়ণগঞ্জ	(ক) সহকারী জর্জ আদালত স্থিতাবস্থায় আদেশ দেয়। (খ) আপিল মামলাটি গত ২৮-০৭-২০২২ খ্রি: তারিখে ট্রাস্টের পক্ষে মঞ্জুর হয়। অর্থাৎ ট্রাস্টের পক্ষে রায় হয়।

ক্রম	কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি	আদালত ও মামলা নং	কোন তারিখে নিষ্পত্তি হয়
৩.	১/৬ গজনবি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর ২০.২০ একর জমির উপর দখলজনিত স্বত্ব ঘোষণা, এজমালী সম্পত্তি বন্টন ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য ২০২২ সনে মোকদ্দমা দায়ের করেন।	দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-০৭/২০২২, যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকা।	বাদির নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত ১০-০২-২০২২ খ্রি: তারিখে না মঞ্জুর হয়। ট্রাস্টের পক্ষে আদেশ হয়। জায়গাটি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে গত ১৭-০৮-২০২২ খ্রি: তারিখে ডেভেল পারকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।
৪.	বর্ণিত জায়গাটি গত ১৮/০৫/২০২২ খ্রি: তারিখে চট্টগ্রামস্থ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ভাড়াটিয়া দাবিদার মেসার্স জাকির হোসেন পার্টনার্স ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন ৬৬৪২/২০২২ দায়ের করেন। মাননীয় হাইকোর্ট ১৯/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে ০৬(ছয়) মাসের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। (খ) উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ট্রাস্ট আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল দায়ের করেন ।	ক) মাননীয় হাইকোর্ট রিট পিটিশন নং-৬৬৪২/২০২২ খ) ট্রাস্টের পক্ষে আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল নং-২২৫১/২০২২ দায়ের করা হয়।	আপিল মামলাটি চেম্বার জজ আদালতে শুনানিঅন্তে গত ১৭-০৮-২০২২ খ্রি: তারিখে ট্রাস্টের পক্ষে আদেশ প্রদান করেন।
৫.	রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেটের ৩.৮২ একর জায়গায় বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৪তম সভার সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী ডেভেলপারের মাধ্যমে শেয়ারিং পদ্ধতিতে ভবন নির্মাণের জন্য ডেভেলপারের প্রাক-যোগ্যতা নির্বাচনের লক্ষ্যে ৩১/০৫/২০১১ খ্রি: তারিখে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়।	দোকানদার সমিতি কর্তৃক মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৫৩৫৩/২০১১ দায়ের করে তার কার্যক্রম স্থগিত রাখে।	দীর্ঘদিন পর মামলাটি শুনানিঅন্তে গত ১৫-০২-২০২৩ খ্রি: তারিখে খারিজ করে ট্রাস্টের পক্ষে রায় হয়।
৬.	হরদেও গ্লাস ওয়ার্কস এর অফিস বাড়ির ২৬.৯৫ শতাংশ জমি শেয়ারিং পদ্ধতিতে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ডেভেলপার আল মদিনার সাথে চুক্তি করা হয়।	উক্ত স্থানে বসবাসকারী প্রাক্তন গাড়ি চালক আব্দুল বারেক মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১৫৬৮০/২০১৮ রুজু করে স্থগিত আদেশ লাভ করেন।	উক্ত মামলাটিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক শুনানি করে গত ১১/১২/২০২২ খ্রি: তারিখে শুনানিঅন্তে মাননীয় হাইকোর্ট মামলাটি খারিজ করেন। ট্রাস্টের পক্ষে রায় দেন। জায়গাটি খালি করে ডেভেলপারকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।
৭.	ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠান তেজগাঁওস্থ মেটাল প্যাকেজেস লিঃ এর ২.০০ একর জমির লিজ গ্রহীতাকে উচ্ছেদ করার জন্য পুলিশ ফোর্স মোতায়েনের জন্য পত্র দেয়া হয়।	লিজ গ্রহীতা মেসার্স পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃকে উচ্ছেদের পত্র দেওয়া হলে তা চ্যালেঞ্জ করে মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১১৭৮৪/২০২২ দায়ের করেন।	লিজ গ্রহীতা ১৯৯৫ সাল হতে অদ্যাবধি কোন ভাড়া প্রদান করেন নাই। রিট মামলাটিতে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করায় মাননীয় হাইকোর্ট বকেয়া ভাড়া বাবদ ৪.৬৩ কোটি টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেন। লিজি ইতোমধ্যে ২.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন।

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)

১.১ পরিচিতি

জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ৮নং আইন) এর বিধানমতে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল গঠিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত আইন যুগোপযোগী ও সংশোধন করে ২০২২ সালে সংশোধিত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৫ নং আইন) প্রণয়ন করা হয় এবং পূর্বের ২০০২ সনের আইন রহিত করা হয়। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল বর্তমানে সংশোধিত আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

১.২ রূপকল্প (Vision)

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)

বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার আলোকে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণসাধন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

১.৪ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের প্রধান কার্যাবলিসমূহ

(ক) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি রক্ষার্থে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;

(খ) প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন ও গেজেট প্রকাশের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(গ) গেজেটভুক্ত কোনো মুক্তিযোদ্ধা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা নহে তদন্তে প্রমাণিত হইলে তাহার গেজেট ও সনদ বাতিলের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে গেজেটভুক্ত ও সনদপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যাহারা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস, মুজাহিদ বাহিনী ও পিচ কমিটির সদস্য হিসেবে কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিল বা আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসাবে সশস্ত্র যুদ্ধে নিয়োজিত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে বা খুন, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগের অপরাধমূলক ঘৃণ্য কার্যকলাপ দ্বারা নিরীহ মানুষকে হত্যার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত করেছে অথবা একক বা যৌথ বা দলীয় সিদ্ধান্তক্রমে প্রত্যক্ষভাবে, সক্রিয়ভাবে বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তাদের বিদ্যমান তালিকা প্রকাশের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ও প্রয়োজনে, যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে নূতন তালিকা এবং ১৯৭০ সনের নির্বাচনে যারা এম.এন.এ এবং এম.পি এ নির্বাচিত হয়ে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেছিল এবং বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বনের কারণে শূন্য ঘোষিত আসনে উপনির্বাচনে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নির্বাচিত এম.এন.এ এবং

এম.পি.এ দের তালিকা প্রণয়ন ও গেজেট প্রকাশের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ; (চ) বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করবার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ তাদের সর্বোতভাবে পুনর্বাসন;

(ছ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়সহ বিভাগ, মহানগর, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ;

(জ) রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের সকল স্তরে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা সমুন্নত রাখা ও কার্যকর করবার লক্ষ্যে সকল শ্রেণীর নারী, শিশু-কিশোর, যুবক, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, সংস্কৃতি কর্মী, বুদ্ধিজীবীসহ সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের সমন্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অঙ্গ সংগঠন গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;

(ঝ) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের নিবন্ধন প্রদান, সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ;

(ঞ) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের নিবন্ধন ফি, নবায়ন ফি, ইত্যাদি নির্ধারণ;

(ট) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠন, সংঘ, সমিতি, ইত্যাদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঠ) বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্মৃতি, আদর্শ সংক্রান্ত সৌধ, ভাস্কর্য, জাদুঘর ইত্যাদি নির্মাণের অনুমতি প্রদান ও তত্ত্বাবধান;

(ড) কাউন্সিলের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঢ) স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে হস্তান্তর ও বিক্রয়;

(ণ) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের বাতিলকৃত কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে প্রশাসক নিয়োগ;

(ত) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পাদন; এবং

(থ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সময় সময়, সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো: সংযুক্ত

ORGANIZATION CHART

OF NATIONAL FREEDOM FIGHTERS COUNCIL (JAMUKA)

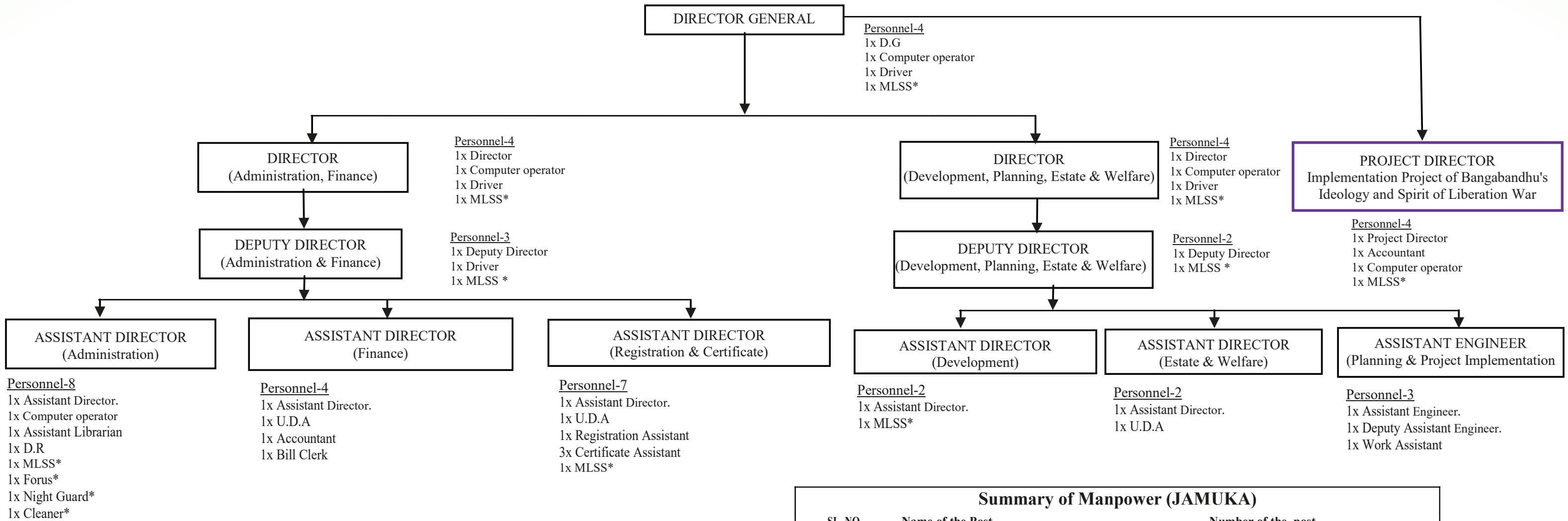

Authorization of Transport, Office Equipment & Miscellaneous Points

1. Transport
   - a. 3x Jeep
   - b. 1x Microbus
   - c. 2x Motor cycle
     1for Save, 1 for DR duty
2. Office Equipments
   - a. 2x Plain paper copier
   - b. 7x Computer (PC)
   - c. 1x Fax
   - d. 1x Duplicating Machine
   - e. 2x Air-conditioner/Cooler.
   - f. 12 x Intercom

* As per Order of Establishment Ministry Memo no- সম/সওব্য/টিম-৬(২) মুক্তি ১১/২০০২-৩৬৭, তারিখ ১৯-১২-২০০২ The Eleven 4th class employee will be appointed from outsourcing.

Summary of Manpower (JAMUKA)

SL. NO	Name of the Post		Number of the post	
1.	Director General		1	
2.	Director		2	
3.	Deputy Director		2	
4.	Assistant Director		5	
5.	Assistant Engineer		1	
		Class-I		11
1.	Sub Assistant Engineer		1	
		Class-II		01
1.	Computer Operator		4	
2.	U.D.A		3	
3.	Accountant		1	
4.	Bill Clerk		1	
5.	Registration Assistant		1	
6.	Certificate Assistant		3	
7.	Assistant Librarian		1	
8.	Work Assistant		1	
9.	Driver		4	
		Class-III		19
1.	Dispatch Rider		1	
		Class-IV		01
		Total =		32

Project Manpower

1.	Project Director	1
2.	Accountant (Additional Charge)	1
3.	Office Assistant Cum Computer Operator	1
4.	Work Assistant	1
	Total	4

৩.০ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদ

স্মারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০১.০০৪.৩৭.১৯৫.২০১৪-১০৭৬, তারিখ: ০৫ মে ২০১৪ খ্রি: সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন এর বিধানমতে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়:

ক্র:নং	উপদেষ্টাবৃন্দের নাম	পদবী
০১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	প্রধান উপদেষ্টা
০২	এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ, কে খন্দকার, বীর উত্তম	উপদেষ্টা
০৩	জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উপদেষ্টা
০৪	জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মাননীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-১	উপদেষ্টা
০৫	ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অবঃ) এমপি	উপদেষ্টা
০৬	প্রফেসর আব্দুল মান্নান চৌধুরী	উপদেষ্টা
০৭	মেজর জেনারেল (অবঃ) জীবন কানাই দাস	উপদেষ্টা

৪.০ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের বর্তমান কমিটি

স্মারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০১.০০৪.৩৭.১৯৫.২০১৩/১০৯, তারিখ: ২৩ মার্চ ২০২২ খ্রি: সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন এর বিধানমতে নিম্নবর্ণিত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল পুনর্গঠন করা হয়:

ক্র:নং	মাননীয় সদস্যগণের নাম	পদবী
০১	জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এম.পি, চেয়ারম্যান, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল ও মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।	চেয়ারম্যান
০২	জনাব আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ, মাননীয় সংসদ সদস্য, বরিশাল-১, আহবায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা), পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি ও সদস্য, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, বাংলো এ-১, উচ্চমান আবাসিক এলাকা, সংসদ ভবন চত্বর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	সদস্য
০৩	জনাব শাজাহান খান, মাননীয় সংসদ সদস্য, মাদারীপুর-২, সভাপতি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও সদস্য, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, বাড়ী নং-৩৬/৩, রোড নং-৪, নুর ও নেছা ভবন, ধানমন্ডি, ঢাকা।	সদস্য
০৪	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মাননীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-১, সভাপতি, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও সদস্য, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, ১০, রীমা (ফ্ল্যাট নং-৮এ), ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।	সদস্য
০৫	উপাধ্যক্ষ ড. মোঃ আব্দুস শহীদ, মাননীয় সংসদ সদস্য, মৌলভীবাজার-৪, সভাপতি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও সদস্য, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, কক্ষ নং-৮২১-৮২২, উত্তর পূর্ব ব্লক, লেভেল-০৮, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৬	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, মাননীয় সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-৫ ও সভাপতি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সদস্য, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, ৩/৩এ, দিগন্ত টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং-৭এম, পরীবাগ, ঢাকা।	সদস্য
০৭	জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার, মাননীয় সংসদ সদস্য, নওগাঁ-২, সভাপতি, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সদস্য, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, ভবন নং-৪, ফ্ল্যাট নং-৫০২, সংসদ সদস্য ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।	সদস্য
০৮	জনাব মোঃ রশিদুল আলম, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সচিব ও সদস্য, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, বাড়ি নং-২৫, রোড নং-৮, বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোন, ঢাকা-১২১২।	সদস্য
০৯	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সদস্য, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।	সদস্য
১০	মেজর (অব.) ওয়াকার হাসান, বীরপ্রতীক, সদস্য, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, ৯ রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা।	সদস্য

৫.০ প্রশাসনিকঃ

৫.১ কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)ঃ

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূণ্যপদ
ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রেষণে নিয়োজিত	০৩	০২	০১
খ) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের জনবল	২৯	১৭	১২

৫.২ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের শূন্য পদ বিন্যাসঃ

যুগ্মসচিব তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমনঃ ডিসি, এসপি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	০৫	০১	০৬	-	১২

৫.৩ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শণ (মোট দিনের সংখ্যা)	মহাপরিচালক	পরিচালক	উপ-পরিচালক	সহকারী পরিচালক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৮৬ (চিয়াশি) দিন	১২	১০	৬২	০৪	-

৫.৪ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ (৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	৫৫টি	৫.৬৭	৩০	-	-	৫৫টি	৫.৬৭

৫.৫ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০২২-২৩) মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
০২	-	-	-	-	০২

৫.৬ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

সরাকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	৯৫৬টি	-	৩৫৩২টি	-

৫.৭ ইনহাউজ প্রশিক্ষণ: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ২৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে ৫০ জন ঘন্টা ইন হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫.৮ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন:

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ইন্টারনেট সুবিধা আছে কিনা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের লেন (LAN) সুবিধা আছে কিনা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কিনা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯	হ্যাঁ, আছে	আছে	আছে	০৭জন	১২জন

৫.৯। শুদ্ধাচার: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অংশীজনের অংশগ্রহণে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে মোট ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে তাদের সমস্যাদি জানা হয় এবং তাৎক্ষণিক সমাধানের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়।

৫.১০। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রদান: বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ অনেকে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নানাবিধ বিষয়ে তথ্য চেয়ে মোট ১৫৭টি আবেদন করেন। তম্মেধ্যে ১৪০ জন আবেদনকারীর তথ্য লিখিত আকারে সরবরাহ করা হয়েছে। নিষ্পত্তির হার ৮৯%।

৫.১৩। সংগঠন/সমিতি নিবন্ধন: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ২৬২টি মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনকে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। নিবন্ধিত এসকল সংগঠনের মাধ্যমে একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত করা সম্ভব হচ্ছে, তেমনি ক্ষুদ্র পুঁজি বিনিয়োগ করে সংগঠনের সদস্যগণ (বীর মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের সন্তান-সন্ততি) আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩৫টি নিবন্ধিত সমিতি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং ২২টি নিবন্ধিত সমিতির নবায়ন করা হয়েছে।

৬.০ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কর্তৃক উল্লেখযোগ্য যেসকল কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক।	বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির সুপারিশ	:	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৩,১৭০ জন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধার নাম গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
খ।	অমুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট ও সনদ বাতিলের সুপারিশ	:	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ১,২৯৫ জন অমুক্তিযোদ্ধার গেজেট ও সনদ বাতিলের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
গ।	শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির সুপারিশ	:	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ২৪ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাম গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
ঘ।	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির সুপারিশ	:	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ০৩ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার নাম গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
ঙ।	সেনা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির সুপারিশ	:	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৩৮ জনকে সেনা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
চ।	বিসিএস গেজেটধারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির সুপারিশ	:	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ০১ জনকে বিসিএস গেজেটধারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
ছ।	বেসামরিক গেজেট নিয়মিতকরণের সুপারিশ	:	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৩,৯৩১ জনের বেসামরিক গেজেট নিয়মিতকরণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
জ।	বাহিনী গেজেট বাতিল করে বেসামরিক গেজেটভুক্তির সুপারিশ	:	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ১০৮ জনের বাহিনী গেজেট বাতিল করে বেসামরিক গেজেটভুক্তির জন্য সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.০ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প

৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

মূল উদ্দেশ্য: মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ সমুন্নত রেখে বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্নের একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- বাঙ্গালি জাতিসত্ত্বা ও জাতীয়তাবোধসহ সকল মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত করতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত করা;
- ১৯৫২ সলের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, ঐতিহাসিক আন্দোলন, এসব ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও ভূমিকা এবং ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত দেশ পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান বিষয়ে গবেষণাপত্র প্রস্তুত করা;
- নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্বলিত বই বিতরণ এবং তরুণ শিক্ষার্থীদেরকে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের যুদ্ধকালিন বীরত্বগাঁথা শুনানো এবং
- জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৭.২ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৪
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	২১৯৫.৪৮ (জিওবি)
চলতি ২০২২-২০২৩ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	:	২৯১.৭৫ [২৭৭.৭৫+১৪.০] লক্ষ টাকা

৭.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- ১৯৫২ সলের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধ এবং এসব ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও দেশ পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান বিষয়ে ১২টি গবেষণাপত্র প্রস্তুত করা;
- নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে দেশের ৩৫৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্বলিত ৩৫৮০০টি বই সরবরাহ করা;
- শিক্ষার্থীদেরকে স্থানীয় পর্যায়ের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন বীরত্বগাঁথা শুনানোর জন্য সকল জেলায় মোট ১২৮টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং
- বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভূক্তির আবেদন ও আপীল আবেদনের জন্য অনলাইন সিস্টেম প্রবর্তন করা এবং জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪টি প্রশিক্ষণ ও ২টি কর্মশালার আয়োজন করা।

৭.৪ প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

এপ্রিল/২০২৩ মাসে প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় প্রথমবারের মত ২৯১.৭৫ (দুই কোটি একানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) লক্ষ টাকা অর্থ ছাড়করণ করা হয়। তন্মধ্যে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয় ২৩৮.৭০ (দুই কোটি আটত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার) লক্ষ টাকা। সরকারের কৃচ্ছতা সাধন নীতির আওতায় ছাড়কৃত অর্থের ৮৫% অর্থাৎ ২৪৭.৯৯ (দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয়যোগ্য ছিল। অর্থাৎ ব্যয়যোগ্য অর্থের ৯৬.৩% অর্থ ব্যয় হয়েছে।

জুন/২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের ভৌত অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। ১২টি গবেষণার মধ্যে ১ম পর্যায়ে ৪টি গবেষণার জন্য গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে (QCBS) ৪টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৮টি গবেষণার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর আগষ্ট/২০২৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ৩৫৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০০টি করে মোট ৩৫,৮০০টি বই সরবরাহের পরিকল্পনার বিপরীতে ইতোমধ্যে ৩৩,৬৫২টি বই ক্রয় করা হয়েছে, যা শীঘ্রই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরবরাহ করা হবে। শিক্ষার্থীদেরকে স্থানীয় পর্যায়ের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন বীরত্বগাঁথা শুনানোর জন্য ৬৪টি জেলায় মোট ১২৮টি অনুষ্ঠান আয়োজন পরিকল্পনার বিপরীতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ৫টি জেলায় ১০টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

৮.০ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কার্যক্রমের এ্যালবাম

প্রথম পর্যায়ের চারটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

বঙ্গবন্ধু আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ, পর্যালোচনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালা

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন বীরত্বগাঁথা শুনানোর অনুষ্ঠান

প্রথম পর্যায়ের চারটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

মার্চ, ২০২৩ অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

১.০। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচিতি ও কার্যক্রম

১.১ প্রতিষ্ঠাকাল : ২২ মার্চ, ১৯৯৬

এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নং : ১০০৭

১৮৬০-এর সোসাইটি অ্যাক্টের অধীনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত

প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য

আমেরিকান এসোসিয়েশন অব মিউজিয়ামস

আন্তর্জাতিক আর্কাইভিস্ট কাউন্সিল

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইট অব কনসিয়েন্স (ICSC)

১.২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

১. ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সভাপতি
২. অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সদস্য
৩. অতিরিক্ত সচিব (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, সদস্য
৪. অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সদস্য
৫. ড. মো. মোবারক হোসেন, ফলিত গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য
৬. মহাপরিচালক, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, সদস্য
৭. মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা, সদস্য
৮. ডীন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য
৯. প্রেসিডেন্ট, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, সদস্য
১০. স্থপতি শামসুল ওয়ারেশ, সদস্য
১১. উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, সদস্য
১২. অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন, সদস্য
১৩. জনাব এজাজুর রহমান, সদস্য
১৪. অধ্যাপক ড. সুলতানা শফি, সদস্য
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা, সদস্য

১.৩ জাদুঘর ভবন

ক. ২০০৯ সালে আগারগাঁও সিভিক সেক্টরে সরকার প্রদত্ত ০.৮২ একর জমির রেজিস্ট্রেশন পজেশন গ্রহণ;
খ. ১১ আগস্ট ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবন নির্মাণে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকসমূহ প্রদত্ত অনুদানের অর্থ গ্রহণ;
গ. ৪ মে ২০১১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন;
ঘ. ১৬ এপ্রিল ২০১৭ নবনির্মিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দ্বারোদঘাটন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১.৪ ভিশন

এই জাদুঘর বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ এবং ধর্ম, জাতিসত্তা ও সার্বভৌমত্বের নামে নৃশংসতার শিকার সকল মানুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর আদর্শিক ভিত্তিসমূহ অর্জনের জন্য দেশবাসীর ত্যাগ ও বীরত্বের ঘটনাবলি হৃদয়ঙ্গম করতে উৎসাহিত করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই ইতিহাসের আলোকে চলমান সামাজিক সমস্যা ও মানবাধিকারের বিষয়-বিবেচনায় সচেষ্ট রয়েছে।

১.৫ মিশন

A Museum dedicated to all freedom loving people and victims of mindless atrocities and destructions committed in the name of religion, ethnicity and sovereignty. The museum encourages reflection upon the sufferings and heroism of the Bangladesh Liberation War and its ideals. Liberation War Museum endeavors to link this with contemporary pressing social problems and humanitarian issues.

২০২২-২৩ অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গৃহীত কার্যক্রম

২.১ তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম

২.১.১ আউটরিচ কর্মসূচি : ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২১০১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছে।

২.১.২ রিচআউট কর্মসূচি: ঢাকা মহানগরীর বাইরে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০০২৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছে।

২.১.৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দর্শনার্থীর সংখ্যা : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৮৫৬৫ জন দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেছে।

২.১.৪ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শিত ব্যক্তি : ২০২২-২৩ অর্থবছরে মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করেছেন ৩১২৭১ জন দর্শনার্থী।

২.১৫ মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ১১৪টি স্মারক সংগ্রহ করা হয়েছে।।

২.১.৬ মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীভাষ্য সংগ্রহ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৌখিকভাষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ২২১৮টি। এ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের দ্বারা ৫৩,৫৩৮টি মুক্তিযুদ্ধের মৌখিকভাষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনী আয়োজন : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪টি নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মিলনীগুলোতে প্রায় ১৩৮জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন।

মুক্তির উৎসব আয়োজন : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১টি মুক্তির উৎসব আয়োজন করা হয়। এ উৎসবে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৮০০০ ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার শপথ নিয়েছে।

২.১.৭ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা আয়োজন : ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১০টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

২.১.৮ প্রত্যক্ষদর্শীভাষ্য সংকলন প্রকাশ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১টি প্রত্যক্ষদর্শীভাষ্য সংকলন দশম পর্ব প্রকাশ করা হয়।

২.১.৯ সংগ্রাহক তালিকা প্রকাশ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১টি (৩৪তম) সংগ্রাহক তালিকা প্রকাশ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশনা : ২০২২-২৩ অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে ৫টি।

উইন্টার স্কুল পরিচালনা : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১টি উইন্টার স্কুল পরিচালনা সম্ভব হয়েছে।

২.১.১০ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা: ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১টি জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা সম্ভব হয়েছে।

২.১.১১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

২.১.১২ দ্বিতীয় গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক মাসব্যাপী কর্মশালা : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১টি গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক মাসব্যাপী কর্মশালা আয়োজিত হয়।

২.১.১৩ ডকফেস্ট : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনী নিয়ে আয়োজিত হয় ডকফেস্ট।

২.১.১৪ মাসিক লেকচার সিরিজ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতি মাসে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর একজন বিশেষজ্ঞ বক্তার লেকচার নিয়ে আয়োজিত হয় ১২টি মাসিক লেকচার সিরিজ।

২.১.১৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা প্রকাশ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকাশিত হয়েছে ১২টি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

২.১.১৬ প্রশিক্ষণ কর্মশালা : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালিত হয়েছে।

২.১.১৭ ভার্চুয়াল গ্যালারির উদ্বোধন : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভার্চুয়াল গ্যালারির উদ্বোধন করা হয়।

২.১.১৮ অনলাইনে টিকেট চালুকরণ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২২ মার্চ ২০২৩ অনলাইনে টিকেট চালু করা হয়।

২.২ তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ শীর্ষক শিক্ষা কার্যক্রম

২.২.১ আউটরিচ কর্মসূচি

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ শীর্ষক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীদের বাসযোগে নিয়ে এসে জাদুঘর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার্থীদের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত ২২ মিনিটের একটি প্রামাণ্যচিত্র 'বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস' দেখানো হয়। এরপর তারা জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারে। গ্যালারি গাইড শিক্ষার্থীদের প্রতিটি স্মারক সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং ১ম-৩য় স্থান নির্ধারণের মাধ্যমে তাদের মুক্তিযুদ্ধের বই পুরস্কার দেয়া হয়। জাদুঘরের একজন কর্মকর্তা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান ও প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য আহবানের মাধ্যমে কর্মসূচি সমাপ্ত করেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২১০১৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করানো হয়েছে।

গ্যালারিতে স্মারক দেখছে শিক্ষার্থীরা

গ্যালারিতে স্মারক দেখছে শিক্ষার্থীরা

২.২.২ রিচআউট কর্মসূচি

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ শীর্ষক শিক্ষা কর্মসুচির মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বাইরে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার কাজটি সফলভাবে করে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এই কর্মসূচিতে থাকে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শন, শান্তি-সম্প্রীতি ও মানবাধিকার বিষয়ক চিত্রমালা প্রদর্শন। ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় কর্মসূচি পালন শেষ করে ২য় আবর্তনে নতুন নতুন ইউনিয়ন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি শুরু করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০২৮৮ জন শিক্ষার্থী ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শন করে।

টাঙ্গাইলের সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রদর্শিত হয় ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর

২.২.৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দর্শনার্থী

প্রতিদিনই নানা বয়সী দেশি-বিদেশি সাধারণ দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শনে আসেন। সাধারণ দর্শনার্থী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ভিআইপি, ভিভিআইপি ব্যক্তিগণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করতে আসেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা রাষ্ট্রীয় অতিথি, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, রাষ্ট্রদূত, সেনা-নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান, জাতিসংঘের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন সময়ে জাদুঘর পরিদর্শন করে থাকেন। দর্শনার্থীরা জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, সাতচল্লিশের দেশভাগ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, পঁচিশ মার্চের গণহত্যা, একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাঙালির বিজয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করে থাকেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৮৫৬৫ জন দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম এবং বিদেশী পর্যটকরা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

গ্যালারিতে স্মারক পরিদর্শন করছে দর্শনার্থীরা

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ দর্শনার্থীবৃন্দ

১৯৯৯ সালের ১৬ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মুসলিম বাজার বধ্যভূমি ও জল্লাদখানা বধ্যভূমি থেকে ৭০টি মাথার খুলি, ৫,৩৯২টি অন্যান্য অস্থি উদ্ধার করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে ৩ ট্রাক শহীদের দেহাবশেষ সরকারি উদ্যোগে তুলে সেগুলো সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে সমাহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তত্ত্বাবধনে এখানে শিক্ষার্থী ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান, মিরপুর মুক্ত দিবস, শহীদদের জন্য দোয়া মাহফিলসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩১২৭১ জন দর্শনার্থী মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করেছেন। তাদের মধ্যে শিক্ষার্থী, দেশি-বিদেশি পর্যটকসহ সর্বস্তরের সব বয়সী মানুষ অন্তর্ভুক্ত।

মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ-এ দর্শনার্থী

২.২.৪ মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ

স্বাধীনতার ২৫ বছর পরেও সরকারি বেসরকারিভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমতাবস্থায় ১৯৯৬ সালে ৮ জন বিশিষ্ট নাগরিক মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তোলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ট্রাস্টিগণ প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে নিজেরাই মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে স্মারক সংগ্রহ করেন। একটা সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে স্মারক জমা দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখা স্মারকগুলো তুলে দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। এই স্মারক সংগ্রহের কাজটি এখনো চলছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শতাধিক স্মারক সংগ্রহ করা হয়েছে।

একাত্তরের স্মারক গ্রহণ করছেন জাদুঘরের ট্রাস্টি সারওয়ার আলী

২.২.৫ মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীভাষ্য সংগ্রহ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যক্ষদর্শী-ভাষ্য আহ্বান করা হয়। শিক্ষার্থীরা, মুক্তিযুদ্ধ করেছেন বা দেখেছেন এমন মানুষকে খুঁজে বের করে তার কাছ থেকে যুদ্ধকালীন সময়ে তার জীবনে বা চোখের সামনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ভাষ্য শুনে তা লিখে নেটওয়ার্ক শিক্ষকের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জমা দেয়। শিক্ষার্থীদের পাঠানো প্রতিটি ভাষ্যই এক একটি স্মারক। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২২১৮টি মুক্তিযুদ্ধের মৌখিক ভাষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৫৩,৫৩৮টি মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় মৌখিকভাষ্য সংগ্রহ করা হয় যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করা আছে।

২.২.৬ নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনী আয়োজন

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প' এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহে নেটওয়ার্ক শিক্ষকগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ভ্রম্যমাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই অন্তত দুইজন নেটওয়ার্ক শিক্ষক নির্বাচন করা হয়। তারা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহ এবং তা জাদুঘরে প্রেরণ করেন। নেটওয়ার্ক শিক্ষকগণ জাদুঘরের সাথে যুক্ত থেকে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকেন। বিভিন্ন সময় জেলা ও বিভাগীয় নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনীর মাধ্যমে প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহ ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে মাঠ পর্যায়ে তাদের অভিজ্ঞতা, প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেই সাথে এই কর্মসূচিকে কীভাবে আরো বেগবান করা যায় সেই বিষয়ে তাদের মূল্যবান পরামর্শ নেয়া হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪টি নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মিলনগুলোতে প্রায় ১৩৮ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। নেটওয়ার্ক শিক্ষকরা মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীভাষ্য সংগ্রহ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

২.২.৭ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতি বছরই বিভিন্ন সময়ে স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন রকম সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করে থাকে। এসব কোর্সের মধ্যে 'জোনাসাইড অ্যান্ড জাস্টিস', উইন্টার স্কুল, ডকুফিল্ম নির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা, গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক কর্মশালা, রিসার্চ ফেলোশিপ উল্লেখযোগ্য। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

২.২.৮ সংগ্রাহক তালিকা প্রকাশ

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার কর্মসূচিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের পাঠানো প্রতিটি ভাষ্যের সংগ্রহকারী ও বর্ণনাকারীর নাম-ঠিকানা সম্বলিত সংগ্রাহক তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত তালিকাগুলো শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণের জন্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৪তম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

২.২.৯ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ

নতুন প্রজন্মের কাছে প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ ও বিশ্বের মানুষের কাছে পাকবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের নৃশংস গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রযোজনায় বিভিন্ন সময় তরুণ নির্মাতাদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

২.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উৎযাপন

২.৩.১ শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নবীন প্রজন্মকে স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে পরিচিত করার জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণে প্রতি বছর শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।

২.৩.২ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদযাপন

প্রতিবছর ১৮ মে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। প্রতিবছর এই দিনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকেন জাতীয় ও আন্তার্জাতিক পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এবার ১৮ মে ২০২৩ পালিত হয় আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস।

২.৩.৩ হিরোশিমা দিবস

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা শহরে পারমানবিক বোমাবর্ষণে অযুত মানুষের প্রাণনাশ ঘটে এবং পরবর্তীকালে পারমানবিক বিকিরণে আরো অনেকের সঙ্গে কিশোরী সাদাকো সাসাকিরও জীবনাবসান হয়। সাদাকো স্মরণে কাগজ কেটে সাদা সারস বানিয়ে বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীরা শান্তির স্বপক্ষে হিরোশিমা দিবস পালন করে। প্রতি বছর ৬ আগস্ট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হিরোশিমা দিবস পালন করে থাকে। দিবসটি উপলক্ষে প্রতি বছরই শান্তির প্রতীক সাদা সারস তৈরি করে জাদুঘর-অঙ্গন সজ্জিতকরণ এবং হিরোশিমা শান্তি জাদুঘরের সৌজন্যে প্রাপ্ত পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 'হিরোশিমা দিবস' স্মরণে জাদুঘর মিলনায়তনে আলোচনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৬ আগস্ট ২০২২ বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় হিরোশিমা দিবস।

২.৩.৪ আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৯ ডিসেম্বর গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক দিবস ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবছর দিনটি পালন করে আসছে। দিবসটি উপলক্ষে জাদুঘর মিলনায়তনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৯ ডিসেম্বর ২০২২ পালিত হয় আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস।

২.৩.৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে 'মায়ের ভাষায় প্রাণের উচ্চার' শীর্ষক অনুষ্ঠানে আলোচনা, দেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার কবিতা পাঠ ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

২.৩.৬ সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম স্মরণ : ২৬ জুন ২০২৩

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় প্রেরণাদায়ী দুই মহিয়সী নারী জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল ও শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মরণে প্রতিবারের মতো এবারও অনলাইনে স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২.৪ স্মরণসভা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

তাজউদ্দীন আহমদ শ্রদ্ধাঞ্জলি : ২৩ জুলাই ২০২৩
মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনার হলে আলোচনা ও তাঁর চিঠি এবং দিনপঞ্জি থেকে পাঠের আয়োজন করা হয়।

২.৪.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদাৎবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি (জাতীয় শোক দিবস)

১৫ আগস্ট ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে জাদুঘর মিলনায়তনে স্মরণসভার আয়োজন করে থাকে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পুরো আগস্ট মাস জুড়ে জাদুঘর আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে অনলাইনে বিশেষ প্রদর্শনী 'বঙ্গবন্ধুর জীবনে সুর ও ছন্দের ঝঙ্কার', 'মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনা এবং 'আগস্টের বিষন্ন বিকেল' ও 'শ্রাবণের পঙক্তিমালা' শীর্ষক আবৃত্তি-অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২.৪.২ বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২২

২৯ জুলাই ২০২২ বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব সারা যাকের এবং ডা. সারওয়ার আলী।

বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, এমপি

২.৪.৩ বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ৯-১৬ ডিসেম্বর ৮ দিনব্যাপী আয়োজন করে বিজয় উৎসব। ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ সকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লনে বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং পতাকা উত্তোলন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে জল্লাদখানা বধ্যভূমির সন্তানদল।

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে জল্লাদখানা বধ্যভূমির সন্তানদল

২.৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রজতজয়ন্তী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী উৎসব আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও স্বাধীনতা উৎসবে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন অর্থনীতিবিদ বিনায়ক সেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-স্মারকবক্তৃতা প্রদান করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ. ফরাসউদ্দিন

২.৬ মুক্তির উৎসব ২০২৩

বিগত বছরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আউটরিচ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ৩ মার্চ ২০২৩ আয়োজিত মুক্তির উৎসবে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি।

শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, এমপি

২.৩.৭ জাতীয় গণহত্যা দিবস

২০১৭ সাল থেকে ২৫ মার্চকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ‘জাতীয় গণহত্যা দিবস’ ঘোষণার করা হয়। সেই থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতি বছর ২৫ মার্চ ‘জাতীয় গণহত্যা’ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এই দিন সন্ধ্যায় জাদুঘর আঙিনায় তরুণ-নবীন ও প্রবীন প্রজন্ম একসাথে মোমবাতি প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণ করে থাকে। ২৫ মার্চ ২০২৩ সন্ধ্যায় মোমবাতি প্রজ্বালনের মাধ্যমে শহীদদের স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

মোমবাতি প্রজ্বালন, ২৫ মার্চ ২০২৩

২.৭ নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলন

শিক্ষাকর্মসূচির আওতায় নেটওয়ার্ক শিক্ষদের নিয়ে নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় ২২ জুলাই ২০২৩। এতে বিভিন্ন জেলার শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলন, ২০ মে ২০২৩

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.molwa.gov.bd